দারসে কুরআন সিরিজ-১২

বান্দার হক

(হুকুকুল-ইবাদ)

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-১২

বান্দার হক
(হুকুকুল ইবাদ)

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৯৬৬২২৯

www.pathagar.com

বান্দার হক

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৮ ইং
২৭ তম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০১৩ ইং

প্রচ্ছদ ঃ আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিশির দাস লেন, ঢাকা

মূল্য ঃ ৪০ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

কুরআনের ডাকে সাড়া দাও আজি
ঘুমিয়ে থেকো না আর,
জ্ঞানের মশাল হাতে লও সবে
দূর কর অন্ধকার।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। বান্দার হক বা হুকুকুল ইবাদ	৫
২। প্রাসঙ্গিক কথা	৯
৩। স্বামী-স্ত্রীর হক	১৩
৪। সন্তান সন্ততির হক	২০
৫। আত্মীয় স্বজনের হক	২৪
৬। প্রতিবেশীর হক	২৬
৭। শাসক ও শাসিতের হক	৩০
৮। বান্দার হকের শ্রেণীবিভাগ	৩২
৯। সাধারণ মুসলমানের হক	৩৪
১০। অমুসলমানদের হক	৫১
১১। দারসের শিক্ষা	৫৩

www.pathagar.com

গোজারেশ

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ আজ অশান্ত। শুধু বাংলাদেশ কেন সারা পৃথিবীই আজ অশান্ত। মানুষের সৃষ্ট বহু মতবাদের ছত্রছায়ায় অগণিত অসংখ্য পাপাচার জন্ম নিয়েছে। মানুষ সুখ-শান্তির প্রত্যাশা করছে, অথচ সুখ-শান্তি থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। একটা বড় কারখানাকে আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত করলে যেমন সব কিছু ওলট-পালট এবড়ো-থেবড়ো বিশ্রী হয়ে পড়ে থাকে তেমনি মানব সভ্যতা মানুষেরই সৃষ্ট স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সবকিছু বিকল হয়ে এবড়ো-থেবড়ো হয়ে যাচ্ছে। অতীতেও একাধিকবার সভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আল্লাহর বাণীর জাদুর কাঠি দিয়ে আল্লাহর নবীগণ আবার পৃথিবীকে সুস্থ করেছিলেন। এখনও সমাজ জাতি তথা গোটা পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। অথচ জাদুর কাঠি কাগজের মোড়কে পুরে সযত্নে মসজিদের তাকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মানুষেরই তৈরী উদ্‌যান বোমা মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে উদ্যত হয়েছে। অথচ তার চাইতে লক্ষকোটি গুণ ক্ষমতা নিয়ে আল্লাহর দেয়া বিস্ময়কর বস্তুটি মসজিদের তাকে আটকে পড়ে আছে এবং উৎকণ্ঠার সাথে এর সফল প্রয়োগকারীদের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছে।

আজ সময় এসেছে একে প্রয়োগ করার। উদ্‌যান বোমা এক নিমিষে ধ্বংস করবে এ সাধের পৃথিবীকে? তাহলে এ অনিবার্য ধ্বংস ঠেকাবে কে? একমাত্র আল-কুরআনই সকল বিনাশী শক্তির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হতে পারে। লক্ষকোটি গুণ শক্তি নিয়ে প্রতিরোধ করতে পারে সকল বিনাশী শক্তিকে। বিস্ময়করভাবে স্বল্প সময়ে সুস্থ করে তুলতে পারে ব্যধিগ্রস্ত এ মানব সভ্যতাকে। সুখ নামক সোনার হরিণ পৌঁছে দিতে পারে বিশ্ববাসীর দ্বারপ্রান্তে। তাই আজ সময় এসেছে এ বিস্ময়কর বস্তুটি কাজে লাগাবার। তারই প্রয়াস শুরু হয়েছে দিকে দিকে। দেশ-জাতি নির্বিশেষে সবাই কৌতুহলী হয়েছে আল-কুরআনের দিকে। আমরাও সেই মহান প্রচেষ্টার ক্ষুদ্রতম প্রয়াসী। দারসে কুরআন সিরিজ তারই ফলশ্রুতি। সাফল্য ও জাযার মালিক মহান রাব্বুল আলামীন। আমরা শুধু অবিরাম সামনে চলতে থাকবো। সম্মানিত পাঠক আমাদের কাফেলায় শরীক হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

২৮/১১/৯৫ বাং

১২/৭/৮৮ ইং

প্রকাশক

www.pathagar.com

বান্দার হক বা হুকুকুল ইবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ
وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ج وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ لا وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى
الرِّقَابِ ج وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ج وَالْمُوْفُوْنَ
بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ج وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَحِيْنَ الْبَاْسِ ط اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ط وَاُولٰئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُوْنَ ○ البقرة - ١٧٧

অনুবাদ ঃ তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে বা পশ্চিম দিকে ফিরাও, এতে কোন পুণ্য নেই বরং পুণ্য হচ্ছে তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই মুহাব্বতে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, নিঃস্ব, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ধনসম্পদ দান করে, আর নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং যখন অঙ্গিকার করে সেই অঙ্গিকার তারা পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও দুঃখ-কষ্টে , দারিদ্র্যে, সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য্যধারণ করে। তারাই সত্যপরায়ন এবং তারাই খোদাভীরু। আল বাকারা ঃ ১৭৭

www.pathagar.com

শব্দার্থ ঃ لَيْسَ - নয়। بِرٌّ - সওয়াবের কাজ। اَنْ - যে। تُوَلُّوْا - তুমি ফিরাও। وُجُوْهَكُمْ - তোমাদের চেহারা। قِبَلَ - দিকে। مَشْرِقِ - পূর্ব। مَغْرِبِ - পশ্চিম। وَلٰكِنَّ - বরং। مَنْ - যে ব্যক্তি। اٰمَنَ - বিশ্বাস স্থাপন করে। بِاللّٰهِ - আল্লাহর প্রতি। وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - এবং পরকালের প্রতি। وَالْمَلٰئِكَةِ - এবং ফেরেশতাদের প্রতি। وَالْكِتٰبِ - এবং (আসমানী) কিতাবের প্রতি। وَالنَّبِيّٖنَ - নবীদের প্রতি। وَاٰتَى - এবং দান করে। اَلْمَالَ - অর্থ সম্পদ। عَلٰى - উপর। حُبِّهٖ - তাঁর মহব্বতে। ذَوِى الْقُرْبٰى - নিকট আত্মীয়। وَالْيَتٰمٰى - এবং এতিমদের। وَالْمَسٰكِيْنَ - এবং নিঃস্ব বা সহায় সম্বলহীনদের। وَابْنَ السَّبِيْلِ - এবং পথিকদের। وَالسَّائِلِيْنَ এবং ভিক্ষুকদের। وَفِى الرِّقَابِ - এবং দাসত্ব মোচনে। وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ - এবং নামায কায়েম করে। وَاٰتَى الزَّكٰوةَ - এবং যাকাত দান করে। وَالْمُوْفُوْنَ - এবং পূর্ণ করে। بِعَهْدِهِمْ - তাদের অঙ্গিকার। اِذَا - যখন عٰهَدُوْا - তারা অঙ্গিকার করে। وَالصّٰبِرِيْنَ - এবং ধৈর্য ধরে। فِى الْبَاْسَاءِ - অভাব-অনটনে। وَالضَّرَّاءِ - এবং দুঃখ কষ্টে। وَحِيْنَ الْبَاْسِ - এবং বৃদ্ধকালে। اَلَّذِيْنَ اُولٰئِكَ - ঐ সব লোক। صَدَقُوْا - সত্যপরায়ণ। وَاُولٰئِكَ هُمْ - এবং তারাই اَلْمُتَّقُوْنَ - খোদাভীরু।

ব্যাখ্যা- এ আয়াতের মূল যোগসূত্র হচ্ছে কিবলা পরিবর্তনের সাথে। পূর্বে একদিকে মুখ করে নামায আদায় করা হত কিন্তু কেবলা পরিবর্তনের পর কিছু লোক বলাবলি করতে লাগল যে এ আবার কেমন হুকুম হল, এতদিন একটা কিবলা ছিল তা আবার কেন পরিবর্তন করা হল? এই সব কথার জবাবে আয়াত নাযিল হল এবং বলা হল এইটাই কোন মূল সাওয়াবের কাজ নয়; বরং মূল সাওয়াবের কাজ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, যে দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার হবে সেই দিনের প্রতি, সমস্ত ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর পাঠানো আসমানী

কিতাবসমূহের প্রতি ও নবী রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহর মুহাব্বতে আত্মীয়, স্বজন, এতিম, মিসকীন, পথিক ও ভিক্ষুক-দেরকে ধন দান করা এবং দাস মুক্ত করা– এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রকৃত পুণ্য।

এছাড়াও নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, দুঃখ কষ্টে, দারিদ্র্যে, সংগ্রাম চলাকালে ধৈর্যধারণ করবে।

এখানে বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজন গরীব মিসকীনদের কথা বলা হয়েছে। এর থেকে ইসলামের মূল ভাবধারাটা ফুটে উঠেছে যে আল্লাহর হকের পর পরই বান্দার হকের গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ
اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى
الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا
وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا
فَخُوْرَا ۨ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابًا مُّهِيْنًا ع وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ
لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ○ النسآء - ٣٦ - ٣٨

অনুবাদ ঃ তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করবে, তাঁর সাথে আর কোন কিছুকে অংশীদার করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ছেলে মেয়ে, অভাবগ্রস্ত নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস দাসীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। যারা দাম্ভিক আত্মগর্বকারী আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন না।

যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণ হতে নির্দেশ দান করে আর আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করে যা দান করেছেন তা গোপন করে (আল্লাহ তাদেরকেও ভালবাসেন না) আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

www.pathagar.com

আর যারা লোক দেখানো দান করে আল্লাহকে ও কেয়ামতের দিনকে অবিশ্বাস করে (আল্লাহ তাদেরকেও ভালবাসেন না)। আর শয়তান কারও সঙ্গী হলে সে কত খারাপ সঙ্গী! আন-নিসা ঃ ৩৬-৩৮।

শব্দার্থ ঃ وَاعْبُدُوا اللّٰهَ – তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। وَلَا تُشْرِكُوْا – এবং তাঁর সাথে (কাউকে) শরীক করোনা। (بِهٖ – তাঁর সাথে) شَيْئًا – কোন কিছুকে। وَبِالْوَالِدَيْنِ – এবং পিতামাতার সাথে। اِحْسَانًا – ভাল ব্যবহার করবে। وَبِذِى الْقُرْبٰى – এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে। وَالْيَتٰمٰى – এবং এতিমদের সাথে। وَالْمَسٰكِيْنِ – এবং দরিদ্রদের সাথে। وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى – নিকট আত্মীয়দের প্রতিবেশীর সাথে। وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ – এবং কর্মী ও সহযাত্রীদের সাথে। وَابْنِ السَّبِيْلِ – এবং অসহায় পথিকদের সাথে। وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ – এবং তোমাদের দাসদাসীদের প্রতি। اِنَّ اللّٰهَ – নিশ্চয়ই আল্লাহ। لَا يُحِبُّ – ভালবাসেন না। مَنْ – যে। كَانَ – হয় বা ছিল। مُخْتَالًا – দাম্ভিক। فَخُوْرًا – গর্বিতজন। اَلَّذِيْنَ – যারা। يَبْخَلُوْنَ – কৃপণতা করে। وَيَاْمُرُوْنَ – এবং নির্দেশ দেয়। النَّاسَ – মানুষকে بِالْبُخْلِ – বখিল হওয়ার জন্য। وَيَكْتُمُوْنَ – এবং গোপন করে। مَاۤ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ – যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন। مِنْ فَضْلِهٖ – তাঁর অনুগ্রহ হতে। وَاَعْتَدْنَا – এবং আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। لِلْكٰفِرِيْنَ – কাফেরদের জন্য। عَذَابًا مُّهِيْنًا – অপমানজনক আযাব। وَالَّذِيْنَ – এবং যারা। يُنْفِقُوْنَ – ব্যয় করে। اَمْوَالَهُمْ – তাদের মাল সম্পদ। رِئَاۤءَ النَّاسِ – লোক দেখানোর জন্য। لَا يُؤْمِنُوْنَ – বিশ্বাস করে না। وَمَنْ – এবং যে বা যারা। يَكُنِ الشَّيْطٰنُ – শয়তান সাথী হয়। لَهٗ – তার জন্যে। قَرِيْنًا – সাথী। فَسَاۤءَ قَرِيْنًا – নিকৃষ্টতম সাথী।

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক কথা

সূরা আন নিসার প্রায় শুরু থেকে এ পর্যন্ত শুধু হুকুকুল ইবাদের ওপরই নির্দেশ জারী হয়েছে তবে কিছু হক ফরজ করে দেয়া হয়েছে আর কিছু হক মানবীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন মীরাসি আইন অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার ধন সম্পত্তির কে কতটুকুর হকদার তা আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তেমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীর হক কার কতটুকু সেটাও আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যার কমবেশী করার কোন অধিকার কারও নেই। এগুলি হচ্ছে ফরজ হক। আর দ্বিতীয় প্রকার হক হচ্ছে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা মানবীয় দায়িত্ব পালনের জন্য। কিন্তু কাকে কি পরিমাণ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হবে এই পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। তাই বলে এমন নয় যে কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ নেই বলে পরকালে এ ব্যাপারে কোন জবাবদিহি করতে হবে না; তা নয় বরং আল্লাহর কোন হক নষ্ট করলে আল্লাহ মা'ফ করবেন কিন্তু অন্যের (বান্দার) হক নষ্ট করলে আল্লাহ মা'ফ করবেন না। এমনকি আর কোন অপরাধে নয় শুধুমাত্র অন্যের হক নষ্ট করার কারণেই বহু লোককে জাহান্নামে যাওয়া লাগবে। উল্লেখিত আয়াতগুলি থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে তা নিম্নে দেয়া হল এবং পরে আল কুরআনের অন্যত্র যা বলা হয়েছে তারও কিছু কিছু এবং হাদিস থেকেও কিছু বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য আয়াতগুলিতে আল্লাহ এমন দু'টি মৌলিক বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন যা বিহনে কোন উপদেশই কার্যকর হতে পারে না। আর তা হচ্ছে (১) এক আল্লাহর দাসত্ব কর (২) তার সাথে কাউকে শরীক করো না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুইটি নির্দেশ না মেনে চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী কথাগুলি মেনে নেয়ার মত মন মানসিকতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না। এ জন্যে প্রথমেই বলা হল এক আল্লাহর দাসত্ব কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

আমাদের অনেকেরই ধারণা আমরা একই আল্লাহর দাসত্ব করে থাকি এবং কাউকে আল্লাহর সাথে শরীক করি না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের এ ধারণা ঠিক না বেঠিক আমি তার ওপর কিছু প্রশ্ন তুলব। আচ্ছা, আমরা তো মনে করি যে আমরা আল্লাহর হুকুমের বাইরে কিছুই করি না। কিন্তু যখন রাস্তায় গাড়ী নিয়ে বের হই তখন কোন পাশ দিয়ে চলি। বাম পাশ দিয়ে চলাই কি আল্লাহর বিধান? এইভাবে হাজারও প্রশ্নের জবাবে দেখা যাবে আমরা সমাজ জীবনে এমন

www.pathagar.com

অনেক নির্দেশ মেনে চলি যা আল্লাহর নির্দেশের খেলাফ। তাহলে আমরা কি করে দাবী করতে পারি যে আমরা একমাত্র আল্লাহরই হুকুম মেনে চলি?

আর আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করি না, এটাতো আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু এ ধারণা মুতাবিক আমরা চলি কি? আল্লাহ বলেছেন তিনিই রব্বিন্নাস তিনিই মালিকিন্নাস তিনিই ইলাহিন্নাস অর্থাৎ রব বা বিশ্বজাহানের প্রথম অস্তিত্বদানকারী প্রতিপালনকারী ও সংরক্ষণকারী হিসেবে তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্বা। এ কারণে একমাত্র তাকেই মানতে হবে সর্বশক্তিমান হিসেবে। মুখে তো বলি মানি কিন্তু কার্যতঃ কি তাকে সর্বশক্তিমান হিসেবে মানি? আমরা সহজ কথায় বুঝি, যার ক্ষমতা কম আর যার ক্ষমতা বেশী এই দুই জনের কথা দুই প্রকার হলে যার ক্ষমতা বেশী তার কথাই মানি। যেমন কোন কারখানার একজন শ্রমিকের কথা আর ম্যানেজারের কথা দুই প্রকার হলে ম্যানেজারের কথাই টিকে, শ্রমিকের কথা টিকে না। কিংবা একজন ডিসি সাহেবের কথা ও দেশের প্রেসিডেন্টের কথা দু'রকম হলে প্রেসিডেন্টের কথাই টিকে ডি সি, সাহেবের কথা টিকে না। আর যদি প্রেসিডেন্টের কথা আর আল্লাহর কথা পরস্পর বিরোধী হয় তবে টিকবে কার কথা? আর আমরা টিকাই কার কথা? এভাবে যদি আমরা চিন্তা ভাবনা করি তাহলে অবশ্যই আমাদের জ্ঞানে ধরা পড়বে আমরা কতদূর আল্লাহ হুকুম মেনে চলি। উপরোক্ত আয়াত ক'টিতে প্রথম আল্লাহর হক বলার পরপরই বলা হয়েছে পিতা মাতার হক সম্পর্কে। পিতা মাতার হক সম্পর্কে আল কুরআনে ৭ স্থানে আল্লাহ কয়েকটি আয়াত নাযিল করেছেন। যথা–

لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا – اَلْبَقَرَةُ - ٨٣

তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং পিতা মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। আল বাকারা ঃ ৮৩

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا – اَلنِّسَاءُ - ٣٦

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আন-নিসা ঃ ৩৬

اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ج اَلْاَنْعَامُ - ١٥٢

তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না এবং পিতা মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।

www.pathagar.com

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ۝ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا ۝

بنى اسرائيل - ٢٥ - ٢٣

অনুবাদ ঃ তোমার প্রভু এটা চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছেন যে-

(১) তোমরা একমাত্র তার ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবে না, কারও দাসত্ব করবে না, কারও আনুগত্য করবে না।

(২) পিতা মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট তাদের বৃদ্ধকালে তাদের কোন একজন অথবা দুইজনই যদি জীবিত থাকেন তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করবে না। তাদেরকে কখনও ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের সঙ্গে দয়ার্দচিত্তে মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। তাদের সামনে বিনয় নম্রতা সহকারে নত হয়ে থাকবে। এবং তাদের জন্য এই কথা বলে দোয়া করতে থাকবে যে হে রব তাদের প্রতি এমনভাবে রহম কর যেমনভাবে তাঁরা আমাকে ছোট বেলায় লালন পালন করেছেন। তোমাদের রব ভালই জানেন যে পিতামাতার ব্যাপারে তোমাদের মনে কি সব কথা রয়েছে। যদি তোমরা নেক চরিত্রবান হয়ে যাও এবং যারা নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার আচরণের দিকে ফিরে আসে তাহলে তিনি সবার জন্যে ক্ষমাশীল।

এখানে পিতামাতার জন্যে মুনাজাত করার যে ভাষা আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে এক পরম নসিহত। তা হচ্ছে এই যে, পিতামাতার উপর তেমনভাবে দয়া কর যেমন তারা ছোটকালে তোমার উপর করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা ছোটকালে যখন পিতামাতার কিছু খাওয়ার সময়েও তাদের কোলে প্রস্রাব পায়খানা করে দিয়েছি কখনও তাতে তারা ঘৃণা করেননি। ঠিক তেমনই বৃদ্ধকালে মানুষ ছোট শিশুদের মত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন সূরা হজ্বের ৫নং আয়াতে-

www.pathagar.com

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ط الحج - ٥

এবং তোমাদের কাউকে নিকৃষ্টতম বৃদ্ধকালের জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, যেন অনেক কিছুই জানার পরে আবার কিছুই না জানে। অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ অবস্থায় জ্ঞান বুদ্ধিও ছেলে মানুষের মত হয়ে যায়। তখন যদি পিতামাতার কেউ বা উভয়েই বেঁচে থাকেন এবং বিছানা-পত্র কাপড়-চোপড় যদি পায়খানা প্রস্রাব করে নষ্ট করে রাখেন তাহলে তখন আমাদের উচিৎ হবে ঘৃণা না করে তা হাসি মুখে পরিষ্কার করা। আমার পিতামাতা যদি আমার মেথর মেথরানি হতে পেরে থাকেন তাহলে তাদের জন্য আমি কেন তা হতে পারব না। এই অনুভূতি আমাদের মধ্যে থাকা দরকার।

এছাড়া আল্লাহ বলেছেন তাঁদের সামনে আমাদেরকে থাকতে হবে একেবারে বিনম্র অবস্থায়। অর্থাৎ আমার পরিণত বয়সে যদি কোন দেশের প্রেসিডেন্টও হয়ে যাই আর যদি এ অবস্থায় পিতামাতার সামনে যাই তাহলেও আমাকে তাদের সামনে এমন অবস্থায় যেতে হবে যেন তারা দেখে মনে করতে পারেন যে তাদের বাচ্ছা যেন সেই এক বছরের বাচ্চার মতই আছে।

আর যখন বৃদ্ধাবস্থার কারণে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাবে তখন তাদের উপর যেন বিরক্ত না হই এবং কখনও যেন তাদের উপর বিরক্ত হয়ে উহ্ শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ না করি।

কখনও যেন একথা মনে না করি যে বৃদ্ধ অবস্থায় পিতামাতা মরে গেলেও বেঁচে যেতাম। এই ধরণের কথা কখনও যেন মনে স্থান না পায় বরং বৃদ্ধ অবস্থায় পিতামাতা বেঁচে থাকলে তাঁদের খেদমত যত বেশী করতে পারব ততবেশী তাঁদের দোয়া পাব এবং সেটাই হবে আমার জন্য খুব কল্যাণকর এই ধারণাই যেন অন্তরে বদ্ধমূল থাকে।

এছাড়া ভিন্ন ভাষায় এ বিষয়ে তিন স্থানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ যথা সূরা আনকাবুতের ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط العنكبوت - ٨

আমি মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতামাতার সঙ্গে ভাল আচরণ করতে। সূরা আহকাফের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঐ একই কথা–

www.pathagar.com

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ط الأحقاف - ١٥

আমি মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছি তাদের পিতামাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে। মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ বিশেষভাবে বলেছেন ঃ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ط لقمن - ١٤

আমি মানব জাতিকে আমার এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উপদেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের উপরে কষ্ট সহ্য করে পেটে ধারণ করেছে আর দু'টি বছর তাকে বুকের দুধ খাইয়েছে।

এসব কথা আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহারের কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

স্বামী-স্ত্রীর হক

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আল্লাহ এক জায়গায় বলেছেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ط البقرة - ١٨٧

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক স্বরূপ।

আল্লাহর সৃষ্টি কৌশলই এমন যে তিনি সবকিছুকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। এই জোড়া ছাড়া পৃথিবীর কিছুই চলতে পারে না। আল্লাহ সর্ব প্রথম আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করে তার জোড়া করলেন মা হাওয়াকে। বলা হল তোমরা এখানে (জান্নাতে) থাক, খাও দাও বেড়াও কিন্তু ঐ গাছটার নিকট যেও না।

তাই দেখা যায় সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহর এ বিধান চলে আসছে যে জোড়ায় জোড়ায় বাস করতে হবে। এটা হতে হবে একে অপরের পরিপূরক বা সম্পূরক। এ কারণেই স্ত্রীকে বলা হয় অর্ধাঙ্গিনী বা অঙ্গের অর্ধেক। এদের সম্পর্ক বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ যে উদাহরণ দিয়েছেন তা কত চমৎকার। বলা হয়েছে একে অপরকে লেবাস মনে করবে। লেবাস ছাড়া মানুষ যেমন সভ্য মানুষ হিসাবে

www.pathagar.com

পরিচিত হতে পারে না এবং পারে না ঘর থেকে বের হতে ঠিক তেমনই যদি স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন মুক্ত অবস্থায় কোন সমাজের নারী পুরুষকে মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যায় তাহলে সে সমাজ আর পশু সমাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ বিবাহ বন্ধনের ব্যবস্থা করেছেন। বিবাহের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কয়েকটা শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে–

(১) উভয়ের সম্মতিতে ইজাব কবুল হতে হবে অর্থাৎ একজনের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসবে অপর জন তা গ্রহণ করবে।

(২) এটা কোন দুইজন পুরুষ সাক্ষীর সামনে হতে হবে। এটা যদি সাক্ষী ছাড়াই আল্লাহ জায়েয করতেন তাহলে সমাজকে ফাঁকি দিয়ে কত যে অপকর্ম সংঘটিত হত তা চিন্তা করলে সহজেই মাথায় ধরা পড়বে। এজন্যে সাক্ষীকে শর্ত হিসাবে ধরা হয়েছে যা ব্যতীত বিবাহ হবেই না।

(৩) দেন মোহর ঃ এই দেন মোহরের মাধ্যমে এক নব বধুকে কিছু অর্থ সম্পদের মালিক করে দেয়া হয়। কারণ মানুষ সহজাত প্রবৃত্তির চাহিদা মুতাবিক কিছু না কিছু সম্পদের মালিক হতে চায়। আর তা যদি না হতে পারে তাহলে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সে হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ পর মুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল। কিন্তু এটা আল্লাহ চান না। আল্লাহ চান যে প্রত্যেকের মালিকানায় কিছু টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ থাখুক। এই জন্যেই দেন মোহরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দেন মোহরের টাকা অবশ্যই আদায় করতে হবে। আর এ টাকা কিভাবে ব্যয় করবে তা স্ত্রী তার নিজস্ব ক্ষমতায় নিজস্ব অধিকারে ব্যয় করবে। স্বামীর নির্দেশ মত নয়। হাঁ তবে তার এতটুকু দেখার অধিকার আছে যে, সম্পদের ব্যয় কি বৈধভাবে হচ্ছে না কি অবৈধভাবে হচ্ছে। অর্থাৎ সিনেমা দেখে অর্থ ব্যয় করবে না কি দান খয়রাত করে করবে এটা দেখার অধিকার স্বামীর আছে কিন্তু তার স্ত্রী যদি তার নিজস্ব টাকা তার ইচ্ছা মুতাবিক এমন কোন স্থানে দান করে বা এমন কোন কাজে ব্যয় করে যেখানে ব্যয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয, আর সেখানে যদি নিজের ইচ্ছা মুতাবিক ব্যয় করে তবে তার স্বামীর সেখানে বলার বা বাধা দেয়ার কিছুই থাকবে না।

অপর দিকে স্ত্রীর জীবন যাপনের যাবতীয় খরচ বহন করার জন্য স্বামী দায়ী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই যদি অর্থ উপার্জন করেন তাহলেও স্বামী স্ত্রীর নিকট দাবী করতে পারবে না যে তোমার আয়ের টাকা দিতেই হবে। কেননা সংসার পরিচালনার

www.pathagar.com

জন্য যাবতীয় খরচার দায়িত্ব স্বামীর। হাঁ তবে স্বামীর কাজে সহযোগিতা করা স্ত্রীর কর্তব্য। এই জন্য যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল সংসার হয় তবে উভয়ে মিলে মিশে সংসার চালাবে. স্বামীকে সহযোগিতা দান করবে। আর এটাও স্মরণ রাখতে হবে. একমাত্র ইজাব কবুলের মাধ্যমে যে স্বামী তার সারা জীবনের সমস্ত কিছুর দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন এবং সে দায়িত্ব তিনি (স্বামী) যথারীতি পালন করে যাচ্ছেন তাকে সব সময় খুশী রাখতে হবে। এটাও যেমন নির্দেশ তেমন স্ত্রীর প্রতি যদি দুর্ব্যবহার করা হয় তবে সে স্বামীকেও কেয়ামতের দিন ছাড়া হবে না। এটাও ইসলামের বিধান।

উভয়কে চলতে হবে কারও অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ না করেই তবে যে কোন দুইজনের একটা সংসার হলেও তার একজন গার্জিয়ান হওয়া লাগে। এইজন্য আল্লাহ বলেছেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ – النساء - ٣٤

পুরুষগণ মহিলাদের উপর কর্তৃত্বশীল। আন-নিসা - ৩৪

অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ البقرة - ٢٢٨

নারীদের জন্যেও ঠিক সেইরূপই অধিকার নির্দিষ্ট রয়েছে যেরূপ আছে তাদের (নারীদের) উপরে পুরুষদের ন্যায্য অধিকার। অবশ্য পুরুষদের জন্য তাদের উপরে একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ অধিক শক্তিমান ও কৌশলী।" এই বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে এই যে নারীদের উপর পুরুষদেরকে দায়িত্বশীল ও কর্তৃত্বশীল করা হয়েছে।

নারী জাতিকে যদিও সম অধিকার দেয়া হয়েছে তবুও তাদের উপর পুরুষ জাতিকে নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে। পুরুষ প্রয়োজনবোধে একা চলতে পারে কিন্তু মেয়েদের জন্য একা চলা নিরাপদ নয়। পুরুষ হজ্ব করতে যাবে এতে মেয়েলোক সঙ্গে নেয়া জরুরী নয়। কিন্তু একজন মেয়েলোকের হজ্ব করতে গেলে তার জন্যে একজন হেফাজতকারী দায়িত্বশীল দরকার। এর একটা মেছাল এভাবে দেয়া যেতে পারে যে একটা গুড়িওয়ালা গাছ এমনিতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তার জন্যে অবলম্বন প্রয়োজন হয় না কিন্তু একটা লতান গাছ কোন বড় গাছকে

www.pathagar.com

পেঁচিয়ে থাকে। সে বিনা অবলম্বনে টিকতে পারে না। ঠিক তেমনই নারী জাতি লতা জাতীয় গাছের ন্যায় বিনা অবলম্বনে টিকতে পারে না। এটাকে আরও একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝান যায় যেমন– মোটর গাড়ীর টিউব যার একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে পুরা গাড়ীর উপর। কিন্তু ঐ টিউবকে সংরক্ষণ করে টায়ার। এর দুইটির কোনটি ব্যতীত কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। এখানে যেমন শুধু টায়ারে গাড়ী চলে না তেমন শুধু টিউবেও চলবে না। ঠিক তেমনই শুধু মেয়েদের দ্বারাও সমাজ চলবে না এবং শুধু পুরুষের দ্বারাও চলবে না। টায়ার ও টিউবের ন্যায় একে অপরের পরিপূরক হয়ে চলতে হবে। এখানে আরও একটা জিনিস লক্ষনীয় যে টায়ারকে ভিতরে দিয়ে টিউবকে উপরে তুলে দিলে যেমন বে-মানান হয় এবং তা আদৌ চলে না ঠিক তেমনই পুরুষদের উপরে নারীদের কর্তৃত্ব দিলেও সে সমাজ চলতে পারে না। কাজেই প্রত্যেককে কাজ করতে হবে যার যার আপন জায়গায় থেকেই।

স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর যেরূপ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা কর্তব্য, তেমনিভাবে স্ত্রীরও উচিৎ তার সাধ্যানুসারে খরচ করা। আর এভাবেই যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাদের পারস্পরিক হকগুলো আদায় করার জন্য প্রস্তুত হবে, তখনই তাদের উভয়ের জীবন হবে অতীব সুখময় এবং তাদের সম্পর্ক হবে চিরস্থায়ী। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও বিচ্ছেদ দেখা দিবে। ফলে তাদের জীবন হয়ে পড়বে অশান্তিময়।

স্ত্রীলোকদের সঠিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার ও উপদেশ দানের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বাণী উদ্বৃত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ "স্ত্রীলোকদের সদুপদেশ দাও। কেননা তাদেরকে তৈরী করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে– আর পাঁজরের হাড় যা সব চেয়ে বক্র তার উপরের অংশ থেকে। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তবে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এমনি ছেড়ে দাও তবে তা চিরদিন বক্রই থেকে যাবে। অতএব, তাদেরকে সদুপদেশ দাও।"

অন্য একটি বর্ণনায় আছে– "মেয়েলোককে পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে। তুমি কো অবস্থায়ই তা সোজা করতে পারবে না। তার কাছ থেকে ফায়দা নিতে চাইলে ফায়দা নাও, কিন্তু তার মধ্যে বক্রতা থাকবেই। তুমি যদি তা সোজা করতে চাও, তবে তা ভেঙ্গে যাবে, আর ভেঙ্গে যাবার শেষ পরিণতি হচ্ছে তালাক"।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে তুচ্ছ ও অবজ্ঞা না করে। তার আচার আচরণের কোন একটি অপছন্দনীয় হলেও অন্যটি সন্তোষজনক হতে পারে।"

রাসূলুল্লাহ (স)-এর এসব হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে পুরুষ লোকেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে।

আর পুরুষদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, সহজ উপায়ে তাদের নিকট থেকে যতটুকু সুব্যবহার পাওয়া সম্ভব, তারা যেন তাই গ্রহণ করে। কারণ সৃষ্টিগত কারণেই তাদের প্রকৃতির মধ্যে পুরুষদের চেয়ে কিছুটা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে একটি বক্রতা রয়েছে। অতএব, যাদেরকে যে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে অস্বীকার করে তাদের কাছ থেকে কোন প্রকার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়। এসব হাদীসের আলোকে- মানুষের উচিৎ হবে স্ত্রীলোকদের মধ্যকার ভাল ও মন্দ স্বভাবগুলো তুলনা করে দেখা। এটা এ জন্য যে, যদি কোন পুরুষ তার কোন আচরণে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয় তাহলে তার এমন একটি ভাল স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যার দ্বারা সে সন্তুষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ ভালো-মন্দ এ দু'টি স্বভাবের সমন্বয়েই তার সৃষ্টি। তাহলে সে তার প্রতি আগের মত ক্রোধ ও ঘৃণাভরে তাকাবেন না। আর অনেক পুরুষ এমন রয়েছেন যারা তাদের স্ত্রীদের মধ্যে পরিপূর্ণ অবস্থা প্রত্যাশা করেন অথচ বস্তুতঃই এটা সম্ভব নয়। আর এ কারণেই একটি তিক্ততা সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে। ফলে তাদের স্ত্রীদের দ্বারা তারা কোন প্রকার উপকৃত হতে পারেন না। অধিকন্তু এই তিক্ততাপূর্ণ অবস্থা তাদেরকে বিচ্ছেদের দিকে ধাবিত করে। যেমন রাসূল (সা) বলেছেনঃ "তুমি যদি তাকে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে- আর এর চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে তালাক"। এমতাবস্থায় পুরুষের কর্তব্য হচ্ছে দ্বীন এবং শরীয়তের পরিপন্থী নয় এমন কিছু কাজ যা স্ত্রী করে সে ব্যাপারে সে যেন সহজভাবে গ্রহণ করে এবং দেখেও না দেখে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক এই যে, স্বামী তার খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র সরবরাহ করবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ط

البقرة - ٢٣٣

'স্ত্রীলোকদের খোরপোষ এবং পরিধেয় বস্ত্র উত্তমভাবে প্রদান করা তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য।'

রাসূল (স) বলেছেন ঃ "তোমাদের (পুরুষদের) উপর কর্তব্য হচ্ছে তাদের খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা।" রাসূলুল্লাহ (স) কে এই মর্মে প্রশ্ন করা হলো যে, আমাদের কারও স্ত্রী থাকলে তার উপর স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন ঃ "তুমি খেয়ে থাকলে তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরিধান করলে তাকেও পরিধান করাবে, তার মুখমণ্ডলে কখনও আঘাত করবে না, তাকে গালি দিবে না এবং তাকে ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও ত্যাগ করবে না।"

• স্ত্রীর হকের মধ্যে আরেকটি হচ্ছে এই যে, স্বামীর যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে সে তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করবে। ইনসাফ কায়েম করতে হবে তাকে তাদের খাদ্য সামগ্রী, বাসস্থান এবং সহাবস্থানের ক্ষেত্রে। সকল ব্যাপারেই তাদের সঙ্গে আদল বা ইনসাফ রক্ষা করতে হবে। তাঁদের একজনের দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়া বড় বড় গোনাহগুলোর মধ্যে একটি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যদি কারও দু'জন স্ত্রী থাকে এবং তার একজনের দিকে যদি সে বেশী ঝুঁকে পড়ে তাহলে সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উপনীত হবে যে, তার শরীরের একাংশ অনুরূপভাবে ঝুঁকে থাকবে। কিন্তু প্রেম ও ভালবাসা এবং অন্তরের প্রশান্তি ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষের কোন হাত থাকে না। কারণ এগুলো একান্তই অন্তর্নিহিত ব্যাপার সুতরাং এসব ক্ষেত্রে যদি আদল সম্ভব না হয় এবং কিছুটা তারতম্য ঘটে তা হলে তাতে কোন পাপ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ -

النسآء - ١٢٩

তোমাদের ইচ্ছা থাকলেও (একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে) তোমরা আদল রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।

রাসূল (স) তাঁর বিবিদের ক্ষেত্রে সময় বন্টন করে নিতেন এবং আদল রক্ষা করতেন। তিনি এ ব্যাপারে এই বলে আল্লাহ নিকট প্রার্থনা করতেন ঃ "হে

www.pathagar.com

আল্লাহ! যে ব্যাপারে আমার কর্তৃত্ব ও মালিকানা রয়েছে সে ব্যাপারে আমার বন্টন ব্যবস্থা এই। আর যে ব্যাপারে আমার কোন মালিকানা বা কর্তৃত্ব নেই বরং তুমিই তার মালিক সে ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করো না।"

কিন্তু দু'জন স্ত্রীর ক্ষেত্রে একজনের সম্মতিক্রমে যদি দ্বিতীয়জনের সাথে অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। রাসূল (স) থেকে এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, তিনি হযরত আয়েশার জন্য তার পাওনা দিনটি এবং হযরত সওদা কর্তৃক আয়েশার জন্য প্রদত্ত দিনটিও আয়েশার জন্য বন্টন করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি আগামী কাল কোথায় থাকব? আমি আগামী কাল কোথায় থাকব?" অতঃপর তার স্ত্রীগণ তাঁকে এই মর্মে অনুমতি দিলেন যে, তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকতে পারেন। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশার গৃহেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

স্ত্রীর উপর স্বামীদের হক স্ত্রীর হকের চেয়েও বড়। আল্লাহ তায়ালার ভাষায় বলা যায়- "তাদের উপর যেরূপ সদাচার প্রয়োজন, তাদের জন্যও অনুরূপ প্রয়োজন এবং তাদের উপর পুরুষদের একটি মর্যাদা রয়েছে।"

পুরুষই হচ্ছে স্ত্রীর পরিচালক। কারণ পুরুষই স্ত্রীলোকের সুযোগ সুবিধা সরবরাহ, শিষ্টাচার শিক্ষাদান এবং দেখা-শোনার ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى
بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط النّسآء - ٣٤

"পুরুষগণ মহিলাদের অভিভাবক এবং দায়িত্বশীল এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের একের উপর অন্যদের বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ তাদের সম্পদ থেকে তাদের জন্য ব্যয় করে থাকে।" আন্-নিসা ঃ ৩৪

স্ত্রীর উপর পুরুষের হক এই যে, আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতিরেকে সর্বক্ষেত্রে সে তার স্বামীর আনুগত্য করবে এবং তার ধন সম্পদ ও তার গোপনীয়তার সংরক্ষণ করবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "আমি যদি কাউকে কারও জন্য সিজদা করতে বলতাম তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করতে বলতাম।" রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন ঃ "যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে তার সাথে

www.pathagar.com

শয্যাশায়ী হতে আহ্বান জানায় এবং যদি উক্ত স্ত্রী তা অস্বীকার করে এবং স্বামী তাঁর উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায় তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার উপর লা'নত বর্ষণ করেন।"

স্ত্রীর উপর স্বামীর আরেকটি হক এই যে স্বামীর কোন বৈধ স্বার্থে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কাজ স্ত্রী করবে না, চাই তা কোন (নফল) ইবাদতের মাধ্যমেই হোক না কেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোযা রাখাও জায়েয হবে না এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করতে দেয়াও স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (স) জান্নাতে প্রবেশের উপায় সমূহের মধ্যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্তোষকে একটি অন্যতম উপায় বলে গণ্য করেছেন। উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের পর ইন্তেকাল করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

সন্তান সন্ততির হক

ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই সন্তানের মধ্যে গণ্য। সন্তান সন্ততির হক অনেক। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হক হচ্ছে শিক্ষা লাভের হক। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনকে জানার এবং চরিত্র গঠনের জন্যই এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর– যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ "তোমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের রাখাল (তত্বাবধায়ক) এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তাই পরকালে তার রাখালির জন্য জিজ্ঞাসিত হবে। আর পুরুষ তার পরিবারের মধ্যে রাখাল এবং সে তার রাখালির জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।"

প্রকৃতপক্ষে সন্তান বা ছেলে মেয়েগণ হচ্ছে পিতামাতার দায়িত্বে এক বিরাট আমানত স্বরূপ। অতএব, কিয়ামতের দিন তাদের উভয়কে তাদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এমতাবস্থায় পিতামাতার দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে ধর্মীয় এবং নৈতিক তথা উভয়বিধ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে গড়ে তোলা। এরূপ করা হলেই তারা ইহকাল এবং পরকালে পিতা-মাতার জন্য শান্তি বয়ে আনবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন ঃ "আর সে সব লোক যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে অতঃপর তাদের সন্তানগণও ঈমানের সহিত তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে আমি মিলিত করব। আর আমি তাদের কোন আমলই বিনষ্ট করব না। প্রতিটি লোক যা কিছু আমল করে তা আমার নিকট দায়বদ্ধ থাকে।"

নবী করীম (স) বলেন ঃ " যখন কোন লোক ইন্তেকাল করে, তখন তার 'তিনটি আমল' ব্যতীত সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত তিনটি আমল হচ্ছে সাদকায়ে জারিয়া, ইল্‌ম– যা দ্বারা তার মৃত্যুর পরও লোকেরা উপকৃত হতে থাকে এবং এমন কোন সুসন্তান যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য দোয়া করে।" ছেলে মেয়েদেরকে সুশিক্ষা ও শিষ্টাচারের সাথে গড়ে তোলার এটাই হচ্ছে সুফল। এই ধরনের ছেলে-মেয়েরাই পিতা-মাতার জন্য এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও কল্যাণকামী হিসাবে পরিগণিত হয়।

দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজে অনেক পিতা-মাতাই এই হকটাই অত্যন্ত সহজ মনে করে নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তারা তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন এবং তাদের কথা যেন ভুলেই গেছেন। মনে হয় যেন তাদের ব্যাপারে তাদের উপর কোন দায়িত্ব নেই। তাদের ছেলে-মেয়েরা কোথায় গেল এবং কখন আসবে, কাদের সাথে তারা চলাফেরা করছে অর্থাৎ তাদের সঙ্গী সাথী কারা– এসব ব্যাপারে তারা কোন খবরাখবরই রাখেন না। এ ছাড়া তাদেরকে ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করেন না এবং মন্দ কাজ থেকে বিরতও রাখেন না।

আশ্চর্যের বিষয় যে, এসব পিতা-মাতাই তাদের ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার প্রবৃদ্ধির জন্য খুবই আগ্রহান্বিত এবং যত্নবান। অথচ তাদের সন্তানদের দেখা শোনার ব্যাপারে অনুরূপ যত্নবান নন, যা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে কল্যণ আসতে পারে। পানীয় ও আহার্যের মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য খাদ্য দ্রব্যের যোগান দান এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ যেমন পিতার জন্য অবশ্য কর্তব্য অনুরূপভাবে তাদের অন্তরকে ইল্‌ম ও ঈমানের মাধ্যমে তরতাজা রাখা এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির লেবাস পরিধান করিয়ে দেয়া তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

সন্তানের হকের মধ্যে আর একটি হক এই যে, পিতা-মাতা তাদের জন্য সৎ পথে ব্যয় করবেন। তবে এ ব্যাপারে কার্পণ্য ও অমিতব্যয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন

www.pathagar.com

করবেন না। কারণ এটা তাদের উপরে সন্তানের হক। আর আল্লাহ তায়ালা তাকে যে নেয়ামত দান করেছেন সে ব্যাপারে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। এটা কিছুতেই ঠিক হবে না যে, ধন সম্পদকে পিতা তার জীবদ্দশায় ছেলে মেয়েদের উপর ব্যয় না করে তা কুক্ষিগত রাখবেন অথচ তার মৃত্যুর পর সে ছেলে-মেয়েরাই তা লুপে নিয়ে যথেচ্ছা ব্যবহার করবে। অতএব, পিতা যদি ধন সম্পদে আসক্তি বশতঃ সন্তানদের উপর ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন তা হলে তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের প্রয়োজন মত সৎভাবে সে মাল থেকে গ্রহণ করা এবং ব্যয় করা আর এইরূপ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) হিন্দা বিনতে ওতবার ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন।

সন্তানের হকের মধ্যে আরেকটি হক এই যে, উপহার উপঢৌকন এবং দানের ক্ষেত্রে তাদের একজনকে অন্যজনের উপরে অগ্রাধিকার দেয়া যাবে না। অতএব, সন্তানদের কাউকে কিছু দেয়া এবং কাউকে তা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটা নিতান্তই জুলুম। আর আল্লাহ কখনও জালেমদের ভালবাসেন না। এরূপ করা হলে, যারা বঞ্চিত তাদের মধ্যে একটি ঘৃণার ভাব উদ্রেক হয় এবং পুরস্কৃত ও বঞ্চিতদের মধ্যে একটি স্থায়ী শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এমনকি বঞ্চিত সন্তান-সন্ততি ও তাদের পিতা-মাতার মধ্যেও শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়।

কিছু সংখ্যক লোক আছেন যারা তাদের প্রতি কৃত সদাচরণ ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে তাদের কোন কোন সন্তানকে অন্যদের উপর বিশিষ্টতা দিয়ে থাকেন। এ কারণে যদি পিতা-মাতা তাকে দান-অনুদান এবং পারিতোষিক প্রদান করেন, তাহলে সেটা কখনও সঠিক হবে না। অর্থাৎ কারও সদাচরণ অথবা পুণ্যবান হওয়ার কারণে তার বিনিময়ে কিছু দেয়া জায়েয হবে না। কেননা, নেক কাজের পরিণাম ও ফলাফল আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

কোন সৎস্বভাব বিশিষ্ট সন্তানকে যদি অনুরূপভাবে অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বেশী বেশী দান করা হয়, তাহলে সে মনে মনে গর্বিত ও আত্মতুষ্ট হয়ে পড়বে এবং সে সব সময়ই তার একটি বাড়তি পজিশন আছে বলে ধরে নেবে এবং অন্যদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করবে এবং তাদের উপর সর্বক্ষণ জুলুম চালাতে থাকবে। অপর দিকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আদৌ কিছু জানিনা। এমনওতো হতে পারে যে, এখন যে অবস্থাটা কারও ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে,

www.pathagar.com

তার আমূল পরিবর্তন হতে পারে। আর এভাবেই একজন অনুগত ও পুণ্যাত্মা আগামী দিনগুলোতে বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হয়ে যেতে পারে এবং একজন বিদ্রোহী পুণ্যাত্মায় পরিণত হতে পারে। মানুষের অন্তরের বাগডোরতো আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ– তিনি যেদিকে চান সে দিকেই তা ঘুরাতে সক্ষম। বোখারী এবং মুসলিম শরীফে আছে ঃ "নোমান বিন বশীর থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, তার পিতা বশীর বিন সা'দ তাকে একটি গোলাম দান করলেন। অতঃপর এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) কে জানানো হলো। তিনি বললেন ঃ (হে বশীর!) তোমার প্রতিটি ছেলে কি এই রূপ পেয়েছে? তিনি বললেন ঃ না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ "তা হলে তা ফেরত নাও।" অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তান সন্ততির মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে চেষ্টা কর। এ ছাড়া এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি এ ব্যতীত সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি কিন্তু আমি জুলুমের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি না।" এতে সুস্পষ্ট যে রাসূলুল্লাহ (স) সন্তান-সন্ততির মধ্যে কাউকে কারও উপরে গুরুত্ব দানের বিষয়টিকে জুলুম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন আর জুলুমতো হারাম।

সন্তানদের মধ্যে যদি কারও কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় এবং অন্যদের তা প্রয়োজন না হয় যেমন, ছেলে মেয়েদের মধ্যে কোন একটি সন্তানের লেখা পড়ার উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় অথবা রোগের চিকিৎসা কিংবা বিবাহ জরুরী হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় সে ব্যাপারে খরচ মেটানোর ব্যবস্থা করা আদৌ দূষনীয় নয়। কারণ এটা নিতান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই করা হয়ে থাকে। আর এরূপ ব্যয় মূলতঃ সন্তান-সন্ততির খোরপোষ তথা লালন-পালনের ব্যয়ভারের মধ্যেই গণ্য হবে।

যখন পিতা তার সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা দান ও তার প্রতি যা কিছু ব্যয় করা দরকার তা করার মাধ্যমে তার উপর ন্যস্ত কর্তব্য পালন করবেন, তখন তার সন্তানও পিতা-মাতার প্রতি মার্জিত আচরণ করবে এবং তার যাবতীয় হক আদায় করবে। আর পিতা যদি এ ব্যাপারে ত্রুটি করেন তাহলে সন্তানের অবাধ্যতার শিকার হবেন। কেননা, এই অবস্থায় সন্তান তার পিতার হক অস্বীকার করবে এবং তার অবাধ্য আচরণের দ্বারা পিতাকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করবে। 'যেমন কর্ম তেমন ফল' প্রবাদটি কার্যকরী হবে।

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজনের হক

সে সব নিকটতম ব্যক্তি যারা আমাদের সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ যথা— ভাই-বোন, চাচা-মামা এবং তাদের ছেলে মেয়ে এবং তাদের ছাড়াও অন্যসব লোক যারা আত্মীয়তা সূত্রে আমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আমাদের উপর তাদের প্রত্যেকের হক রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন ঃ

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ – الروم - ٣٨

এবং নিকট আত্মীয়ের অধিকার আদায় কর। আল্লাহ্ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى – النساء - ٣٧

"আর আল্লাহর বন্দেগী কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক করো না, এ ছাড়া মাতা-পিতার সাথেও উত্তম আচরণ কর, আর উত্তম আচরণ কর নিকট আত্মীয়ের সাথে।" সুতরাং প্রত্যেক লোকেরই উচিত, সে যেন তার নিকট আত্মীয়ের সাথে উত্তম আচরণ করে। এই উত্তম আচরণ বিভিন্ন পন্থায় হতে পারে। অর্থাৎ আত্মীয়ের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ধন-সম্পদের মাধ্যমে এবং শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দ্বারা কিংবা অন্য যে কোন উত্তম পন্থায়। মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি, প্রকৃতি এবং শরীয়তের দাবীও এটাই।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন এবং হাদীসেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে নিকট আত্মীয়ের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে এই ব্যাপারে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি এই ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেছেন–. আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র সৃষ্টির কাজ যখন সম্পন্ন করলেন তখন 'বংশ-সম্পর্ক' দাঁড়িয়ে বলল ঃ আপনার নিকট সম্পর্কচ্ছেদ হতে রক্ষা প্রার্থীর এটাই উত্তম স্থান। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা বললেন ঃ 'তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করব,আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব। অতঃপর সে বলল ঃ হাঁ তাই হোক। আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেনঃ তাহলে তোমার জন্য তাই হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেন ঃ

www.pathagar.com

তোমাদের ইচ্ছা মতো পাঠ কর। তোমরা শীঘ্রই এ থেকে ফিরে যাবে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আর যারা এরূপ করবে তাদের উপরই আল্লাহর লানত বর্ষিত হবে। আর এ ধরনের লোকদেরকেই বধির এবং অন্ধ করে দেওয়া হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।"

অধিকাংশ লোকই এই হকটিকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে এবং এর প্রতি বিশেষ অবহেলা প্রদর্শন করছে। এদের মধ্যে এমন লোকের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যে তার আত্মীয় স্বজনের কোন পরিচয়ই রাখে না। এমনকি কোন প্রকার সম্পদ ব্যয় করে অথবা ব্যক্তিগত সদ্ভাব রক্ষা করে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে না। এ ধরনের লোকও আমাদের সমাজে বিরল নয় যে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অনেকে আত্মীয় স্বজনের খবর নেয় না, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের কোন ধার ধারে না। না সুখে সম্পদে তাদের নিকট কোন উপঢৌকন প্রেরণ করে আর না তাদের দুঃখের দিনে অথবা নিতান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। বরং অধিকাংশ সময় তারা আত্মীয় স্বজনকে কথা অথবা কাজে দুঃখ দিয়ে থাকে এমনকি এই উভয়বিধ উপায়েই দুঃখ দিয়ে থাকে।

আবার কোন লোক এমনও রয়েছে যে দূরের লোকের সাথে সম্পর্ক রাখে অথচ তার নিকট আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আবার কেউ আছে যে আত্মীয় স্বজনের সাথে ঠিক তখনই সম্পর্ক রাখে যখন তারা তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে আবার যখন তারা তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তখন সেও তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের সম্পর্কের উপরই তার সম্পর্ক রক্ষা করা না করা নির্ভরশীল। আর এটাকে প্রকৃতপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলা যেতে পারে না। এটাকে নেহায়েত ভালো কাজের বিনিময়ে আরেকটি ভাল কাজ বলা যায় মাত্র– যা নিকট আত্মীয় বা অন্যদের ব্যাপারে করা হয়ে থাকে। আর কোন কাজের পুরস্কার শুধু নিকট আত্মীয়দের বেলা সীমাবদ্ধ নেই। তাকেই আমরা প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী বলতে পারি যে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে এবং এর বিপরীত হলে সে ব্যাপারে সে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না— চাই তার আত্মীয়-স্বজন তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলুক অথবা না চলুক। এই প্রসঙ্গে বোখারী শরীফে হযতর

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আ'স (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ তাকে প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী বলা যেতে পারে না, যে শুধু ততটুকুই করে যতটুকু তার আত্মীয় তার সাথে করে থাকে। বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী তাকেই বলা যেতে পারে যে ব্যক্তি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। তার আত্মীয় তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা রক্ষা করে চলে।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) কে এই বলে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কতিপয় আত্মীয় আছে। আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলি অথচ তারা আমার সাথে তা ছিন্ন করে, আর আমি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা সত্ত্বেও তারা আমার সাথে মন্দ আচরণ করে থাকে। আমি তাদের ব্যাপারে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেই অথচ তারা তার উল্টা করে।

অতঃপর নবী করীম (স) বললেন ঃ তোমার অবস্থা যদি এরূপই হয় যা তুমি বললে, তা হলে তুমিতো তাদের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতিই জ্ঞাপন করলে। আর তাদের ব্যাপারে তুমি সব সময়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী পাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ঐ অবস্থায় বহাল থাকবে। (মুসলিম)

হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তার সে সম্পর্ককে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কায়েম রাখেন। তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে এবং তার যাবতীয় কাজ সহজতর করে দেয়া হয় এবং তার যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে থাকে। তাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, সহানুভূতি এবং সুখে দুঃখে পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতার কারণে তাদের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। আর যখন এর বিপরীত তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয় তখন এইসব কল্যাণও দূরীভূত হয়ে যায়।

প্রতিবেশীর হক

আপনার বাসস্থানের নিকটতম ব্যক্তিই আপনার প্রতিবেশী। আপনার উপর তার অনেক হক রয়েছে। যদি সে আপনার রক্ত সম্বন্ধের দিক দিয়ে কাছাকাছি লোক হয় এবং মুসলমান হয় তাহলে আপনার উপর তার তিনটি হক রয়েছে। আর সে তিনটি হক হচ্ছে- প্রতিবেশীর হক, নিকট আত্মীয়ের হক এবং ইসলামের হক। আর যদি সে শুধু মুসলমান হয় এবং বংশ সূত্রে কোন নিকট আত্মীয় না হয় তাহলে তার জন্য দু'টি হক রয়েছে- প্রতিবেশী হিসেবে হক এবং

www.pathagar.com

মুসলিম হিসেবে হক। আর এমনিভাবেই যদি সে নিকটতম ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয় এবং মুসলমান না হয় তাহলেও তার দু'টি হক রয়েছে– একটি হচ্ছে প্রতিবেশীর হক এবং অন্যটি হচ্ছে আত্মীয়তার হক। আর যদি সে কোন আত্মীয় না হয় এবং মুসলমানও না হয় তাহলে তার জন্য একটি হক রয়েছে– আর তা হচ্ছে প্রতিবেশীর হক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ "পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ কর, আর সদাচরণ কর নিকটআত্মীয়, ইয়াতিম-মিসকিন, নিকটতম প্রতিবেশী ও দূরের প্রতিবেশীর সাথে।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "জিবরাইল সব সময় আমাকে প্রতিবেশীর সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে আসছেন, যার ফলে আমার এ ধারণা হলো যে, হয়তো শীঘ্রই তাকে উত্তরাধিকারী রূপেও গণ্য করা হবে"– (বুখারী ও মুসলিম)। কিন্তু আল্লাহ তা করেননি। তবুও প্রতিবেশীদের সম্পর্কে রাসূলের কড়া উপদেশ রয়েছে যে, তোমরা খেয়ে থাকবে আর তোমার প্রতিবেশী না খেয়ে থাকবে এটা যেন কখনও না হয়।

একজন প্রতিবেশীর উপর তার অপর প্রতিবেশীর হক হচ্ছে এই যে, উক্ত প্রতিবেশী যেন তার সাধ্যানুসারে তার ধন সম্পদ, মর্যাদা ও কল্যাণকারিতার মাধ্যমে তার সাথে সদ্ব্যবহার করে।

নবী করীম (স) বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সে সব প্রতিবেশীই উত্তম বলে বিবেচিত যারা তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম বলে গণ্য।" তিনি আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের উপর বিশ্বাসী সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে।' তিনি আরও বলেছেন ঃ "তুমি যখন সালুন রান্না কর তখন তাতে বেশী করে পানি দাও এবং তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে তা হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ কর। এছাড়া প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারের আরেকটি দিক হচ্ছে এই যে, তার সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য বেশী বেশী করে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করবে। কেননা উপহার উপঢৌকন দ্বারা একদিকে যেমন বন্ধুত্ব গাঢ় হয়, অন্যদিকে শত্রুতাও নিরসন হয়ে যায়।

একজন প্রতিবেশীর উপর আরেকজন প্রতিবেশীর হক এই যে, তাকে কথা ও কাজে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে সে নিজেকে বিরত রাখবে।

রাসূল (স) বলেছেন, "খোদার কসম, সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, খোদার কসম সে ব্যক্তি মু'মিন নয়, খোদার কসম সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন কে সে ব্যক্তি – হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ "যার অত্যাচার

www.pathagar.com

থেকে তার প্রতিবেশী মুক্ত নয়।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে– যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে মাহফুজ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। অতএব, যে প্রতিবেশীর কুকর্ম ও অন্যায় আচরণ থেকে তার প্রতিবেশী মুক্ত নয় সে প্রতিবেশী মু'মিন হতে পারে না। অতএব সে জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অনেক লোকই প্রতিবেশীর হকগুলোকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যত্নবান নয়, এমনকি তাদরে প্রতিবেশীগণ তাদের অন্যায় আচরণের কারণে শান্তিতে বসবাসও করতে পারছে না। ফলে তারা সব সময়ই ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত রয়েছে এবং প্রতিবেশীকে কথা ও কাজে ব্যাথা দিচ্ছে। আর এরূপ আচরণ নিঃসন্দেহে আল্লাহ এবং তার রাসূলের হুকুমের পরিপন্থী। মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছেদ, অন্তরের দূরত্ব এবং একে অন্যের সম্মান বিনষ্ট করণের এটাই হচ্ছে বড় কারণ।

তোমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য কোন ভাল খাবার জিনিস কিনে আনলে তার একটা অংশ প্রতিবেশীদের ছেলে মেয়েদের দিবে। আর যদি তা না দিতে পার তাহলে তা এমনভাবে লুকিয়ে খাবে যেন প্রতিবেশীর ছেলে মেয়েরা না দেখে।

এই একই হুকুম চলার পথের সাময়িক সাথীদের সম্পর্কেও। যদি ট্রেনে লঞ্চে, ষ্টিমারে, বাসে, নৌকায় বা যে কোন যানবাহনে যাওয়ার সময় এমন অবস্থা হয় যে ধরুন আপনার সঙ্গে ছেলে মেয়ে আছে তাদের জন্যে আপনি কয়েকটা পাকা কলা কিনলেন আর আপনার পাশেই আর একজন যাত্রীও তার ছেলে মেয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্ত তারা গরীব। তারা ঐ কলা কিনতে পারছে না তখন আপনার উচিৎ হবে কয়েকটা কলা বেশী কেনা এবং তা আপনার পথ চলার সাথী ছেলে মেয়েদের হাতে তুলে দেয়া।

এভাবে চলার পথে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখা শোনা করার দায়িত্বও পড়ে তার পথ চলার সাথীদের উপর। এমনকি কারও পকেট মার হয়ে গেলে তার যদি বাড়ী পৌছার মত টাকা পয়সা না থাকে তাহলে তাকে বাড়ী পৌছানোর জন্য অর্থ সাহায্য করাও আল্লাহর নির্দেশ।

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে উপস্থিত এক ব্যক্তি তার এক প্রতিবেশীর কথা জিজ্ঞেস করলেন যে, হুজুর আমাদের এক প্রতিবেশী আছেন যিনি বেশী বেশী নফল নামায পড়েন, বহুত নফল রোযা রাখেন কিন্তু প্রতিবেশীরা

www.pathagar.com

তার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ। তার অবস্থা কিরূপ হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) কসম করে বললেন, সে জাহান্নামী, সে জাহান্নামী, সে জাহান্নামী! অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যে সে লোক বেশী নফল নামাযও পড়ে না এবং নফল রোযাও থাকে না কিন্তু ফরয ওয়াজিব সুন্নাত ঠিক মত পালন করে আর তার প্রতিবেশীরা তার উপর খুবই খুশী, সে সবার সাথে ভাল ব্যবহার করে। তার অবস্থা কিরূপ হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর কসম, সে বেহেশতি, সে বেহেশতি, সে বেহেশতি! এতে প্রমাণ হয় যে কেউ যতই বড় আবেদ হোক না কেন যদি প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে না পারে তাহলে নাজাত পাওয়া যাবে না। কাজেই প্রত্যেক মু'মিনের উচিত প্রতিবেশীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এখানে প্রতিবেশী অর্থ শুধু যে গ্রামের পাশের বাড়ীর লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে তা নয়। বলা হয়েছে যে কোন স্থানে যারা আমার আশে পাশে বাস করে তারা সবাই আমার প্রতিবেশী।

শহরে যেখানে ভাড়াটে বাসায় বাস করি তার আশে পাশের লোকও আমার প্রতিবেশী। যদি হোষ্টেলে থেকে লেখা পড়া করি তবে পাশের সিটে বা পাশের রুমে যারা থাকে তারাও আমার প্রতিবেশী। তাদেরকে প্রয়োজন মুতাবিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, টাকা-পয়সা, ঔষধ-পত্র ইত্যাদি দিতে হবে। এটা প্রত্যেকের জন্যে প্রত্যেকের হক।

প্রতিবেশীর আওতা সবার এক হয় না। কারও আওতা বেশী কারও আওতা কম। যেমন কেউ যদি কোন গ্রাম্য প্রধান হন এবং ধনী ব্যক্তি হন তবে তার পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরা তার প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে।

যদি তিনি ইউনিয়ন প্রধান হন বা থানা প্রধান হন তবে তার প্রতিবেশী ইউনিয়ন বা থানা তার প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। ঠিক তেমনই তিনি যদি কোন এক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হন, তাঁর পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হবে তার জন্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অধিবাসীরাও যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ থাকে তাহলে সেই জালেম রাষ্ট্র ও পরিচালকগণ আল্লাহর বিচারে রেহাই পাবেন না। আমরা কোন প্রতিবেশীর কোন ক্ষেতের ফসল যদি গরু বা বকরী দ্বারা খাওয়ায়ে নষ্ট করি তাতেও যেমন গোনাহ হবে ঠিক তেমনই আমাদের কোন আচরণে যদি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সে ক্ষেত্রেও আল্লাহ আমাদের ছাড়বেন না।

www.pathagar.com

শাসক ও শাসিতের হক

মুসলিম জনগণের যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল বা জিম্মাদার ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে অভিভাবক অথবা শাসক বলা যেতে পারে। যেমন সাধারণভাবে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় প্রধান ব্যক্তি অথবা বিশেষ করে কোন একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি এরা উভয়ই মুসলমানদের অভিভাবক হিসেবে গণ্য। দেশের নাগরিক বা প্রজা সাধারণের উপর এদের যেমন হক রয়েছে তেমনি তাদের উপরও প্রজা সাধারণের হক রয়েছে।

শাসক বা রাষ্ট্র পারিচালকদের উপর প্রজা সাধারণের হক এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে আমানত লাভ করেছেন এবং জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন সে মোতাবিক তারা ইহ ও পরকালের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। আর মু'মিনদের পথ অনুসরণ করেই তাদের পরিচালিত করবে। অর্থাৎ মু'মিনদের পথ মানেই হচ্ছে রাসূল (স) এর কর্মপদ্ধতি বা তাঁর দেখানো পথ। কারণ, এ পথেই তাদের এবং তাদের প্রজাবর্গের জন্য সৌভাগ্য রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তাকে লোকেরাও ভয় করে চলে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট এবং জনগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাকে সন্তুষ্ট রাখেন। কারণ, সমস্ত মানুষের অন্তর তো আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তিনি যে দিকে চান, সে দিকেই তা প্রত্যাবর্তন করান। তিনিই হচ্ছেন মুকাল্লিবাল কুলূব।

আর মুসলমানদের জিম্মাদার তথা শাসকের হক হচ্ছে এই যে, জনগণের পক্ষ থেকে তারা যে ব্যাপারে দায়িত্বশীল সে ব্যাপারে তাদের কল্যাণ কামনা করা প্রজাদের কর্তব্য। তারা কোন ব্যাপারে গাফেল বা অন্যমনস্ক হয়ে গেলে সে ব্যাপারে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়াও প্রজা সাধারণের কর্তব্য। তারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হলে তখন তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যের খেলাফ নয় এমন সব কাজে তাদেরকে সহযোগিতা ও সমর্থন করা প্রজাদের কর্তব্য। কেননা এরূপ সহযোগিতার মাধ্যমেই তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিক এবং সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। এর বিপরীত যদি তাদের শুধু বিরুদ্ধাচরণ ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই করা হয়, তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। শাসক যদি তাগুত হয় তবে তাদের বদকাজে সহযোগিতা করা যাবে না।

www.pathagar.com

আর এ জন্যই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্যসহ সামাজিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গেরও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর আর আনুগত্য কর সে সব লোকের যারা তোমাদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।" তবে তাদের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের খেলাফ হলে সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ "একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার নেতা তাকে কোন প্রকার পাপের কাজে আদেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথা শোনা এবং তার আনুগত্য করা— চাই তা তার কাছে ভাল লাগুক কিংবা ভালো না লাগুক। আর যখন সে কোন অন্যায় কাজের আদেশ করবে তখন তার কথা শোনা এবং তার প্রতি আনুগত্য দেখানো যাবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন আমরা একদা নবী করিম (স) এর সাথে সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা একটি স্থানে উপনীত হলাম। তারপর একজন নামাযের জন্য আমাদের আহ্বান জানালো। আর আমরাও রাসূল (স)-এর নিকট গিয়ে হাজির হলাম। অতঃপর নবী করিম (স) বললেন ঃ "আল্লাহ যাকেই এ পৃথিবীতে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, তাকে এ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তিনি তার উম্মতকে ভাল কাজের নির্দেশ দিবেন এবং যা কিছু অকল্যাণকর সে ব্যাপারে তাদের ভীতি প্রদর্শন করবেন। আর তোমাদের এই যে উম্মত তার প্রথমাংশের জন্য যা কিছু মঙ্গলকর তা তারা লাভ করেছে। আর তার শেষ অংশের জন্য এমন সব বালা-মুসিবত আসতে থাকবে যা তোমরা কিছুতেই পছন্দ করবে না। বিপর্যয় ও ফেতনা আসবেই যার একটার চেয়ে আরেকটি অতিশয় সুক্ষ্ম ; এই অবস্থায় একজন মু'মিন বলতে থাকবে যে, এটাতো আমার জন্য ধ্বংসের কারণ। ফেতনা বা পরীক্ষা আসবেই, তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে (ওহে) এটাতো আমার জন্য ধ্বংসের কারণ। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় তার মৃত্যু যেন এ অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ এবং আখেরাতের উপর আস্থাশীল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। সে এমন ব্যক্তির কাছে আসবে তার নিকট আসা যেন সে পছন্দ করতে পারে। আর কোন ব্যক্তি যদি কোন ইমামের হাতে বাইয়াত

www.pathagar.com

করে এবং অন্তর দিয়েই তাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করে তখন সে যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে। এরপর যদি অন্য কেউ তার সেই ইমামের বিরুদ্ধে ঝগড়া করতে আসে তখন তোমাদের কর্তব্য হলো তার গর্দানে আঘাত করা" – (মুসলিম)।

কোন এক ব্যক্তি এই বলে রাসূল (স) কে প্রশ্ন করল ঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জন্য যখন নেতা মনোনীত হয় তখন তারা চায় যে আমরা যেন তাদের হকগুলো আদায় করি। অথচ তারা আমাদের হকগুলো আদায় করতে নারাজ। এই ব্যাপারে আপনার কি অভিমত।" রাসূল (স) এই ব্যাপারে নিরুত্তর রইলেন অর্থাৎ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। উক্ত লোকটি এর পর তাঁকে আবারও প্রশ্ন করল। অতঃপর নবী করিম (স) বললেন ঃ তাদের কথা শোন এবং তাদের আনুগত্য কর। তারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তার জবাবদিহি তারাই করবে আর তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার জবাবদিহি তোমাদেরকেই করতে হবে।

জনসাধারণের উপর শাসকবর্গের হক এই যে, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাস্তবায়নের ব্যাপারে জনসাধারণ তাদের সহযোগিতা করবে। এছাড়া তাদের প্রত্যেকেরই কাজের নিজ নিজ গণ্ডি ও পরিসীমা এবং সামগ্রিকভাবে তাদের সমস্যাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। আর শাসকবর্গকে যদি তাদের জনসাধারণ প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা না করে তা হলে সে কাজ পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হবে না।

বান্দার হকের শ্রেণীবিভাগ

মানুষের প্রতি মানুষের হককে প্রথমতঃ আটটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। নিকটআত্মীয়ের হক। (এদের প্রতি যে হক তা ফরয করে দেয়া হয়েছে।)

২। দূরবর্তী আত্মীয়ের হক। (নিচেরগুলির ব্যাপারে নসিহত করা হয়েছে। যার ইঙ্গিত পূর্বেই দেয়া হয়েছে।)

৩। প্রতিবেশীর হক।

৪। দেশবাসীর হক।

৫। শাসক শাসিতের হক।

www.pathagar.com

৬। সাধারণ মুসলমানদের হক।

৭। অভাবী লোকের হক।

৮। অমুসলিমদের হক।

এর প্রত্যেকটি আবার শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যেমন—

১। নিকট আত্মীয়ের হক ঃ

(ক) স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের হক।

(খ) পিতামাতার প্রতি হক।

(গ) সন্তান সন্ততির প্রতি হক।

(ঘ) ভাই বোনদের প্রতি হক।

(ঙ) দাদা-দাদী, নানা-নানী, ফুফু-চাচা, খালা-মামাদের হক।

২। দূরবর্তী আত্মীয়ের হক ঃ

(ক) মামাত ভাই, চাচাত ভাই ইত্যাদি।

(খ) আপন আত্মীয়ের আত্মীয়।

৩। প্রতিবেশীর হক ঃ

(ক) আত্মীয় প্রতিবেশী।

(খ) অনাত্মীয় প্রতিবেশী।

(গ) নিকট প্রতিবেশী— যারা একেবারেই ঘরের পার্শ্বে।

(ঘ) দূর প্রতিবেশী— যারা একই মহল্লার তবে বাড়ীর পার্শ্বে নয়।

(ঙ) মুসলমান প্রতিবেশী।

(চ) অমুসলিম প্রতিবেশী।

৪। দেশবাসীর হক ঃ

(ক) একই উপজেলাবাসী।

(খ) একই জেলাবাসী।

(গ) একই দেশবাসী ইত্যাদি।

৫। শাসক শাসিতের হক ঃ

www.pathagar.com

৬। সাধারণ মুসলমানের হক ঃ

(ক) দেশের সাধারণ মুসলমান।

(খ) বিদেশের সাধারণ মুসলমান।

৭। অভাবী লোকের হক ঃ

(ক) এতিম বা পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেমেয়ে ইত্যাদি।

(খ) মিসকীন বা উপার্জনে অক্ষম অন্ধ খোঁড়া বিধবা ইত্যাদি।

(গ) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (মুসলমান)।

(ঘ) দাসদাসী।

(ঙ) পথিক।

(চ) বন্দী মুসলমান

(ছ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান।

(জ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অমুসলমান।

(ঝ) সাহায্য প্রার্থী (অর্থ, জনশক্তি, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি যে কোন প্রকার সাহায্য হতে পারে)।

৮। অমুসলিমদের হক ঃ

এখানে আটটি শিরোনামে সব মিলে ২৯ ধরনের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি বর্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদের প্রতি কিছু আছে বিশেষ হক। যেগুলো সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ হকগুলোর মধ্যে কিছু আছে এমনই যে যেগুলো আদায় করা সর্বাবস্থায় ফরজ। আবার কিছু আছে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ফরজ হয়ে যায়। আর কিছু আছে সাধারণ হক। সাধারণ হকগুলিকে কুরআন ও সুন্নার আলোকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

সাধারণ মুসলমানের হক

এই ধরনের হক অসংখ্য। তার মধ্যে এমন কিছু হক রয়েছে যা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আর কিছু হক রয়েছে যা ...হ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন রাসূল (সা) বলেছেন ঃ একজন মুসলমানের উপর অন্য একজন মুসলমানের ৬টি হক রয়েছে যখন সে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সালাম করবে। আর যখন সে তাকে দাওয়াত দেবে, তখন সে তার দাওয়াতে

www.pathagar.com

সাড়া দেবে। যখন সে তার নিকট উপদেশ চাইবে, তখন তাকে উপদেশ দান করবে। যখন সে হাঁচি দেবে তখন সে 'ইয়ারহামু কুমুল্লাহ' বলবে। যখন সে রোগাক্রান্ত হবে তখন তাকে দেখতে যাবে। আর যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তাকে দাফন করতে এগিয়ে যাবে। আলোচ্য হাদীসে মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক হক সম্পর্কে আলোচনা হলো। এরূপ বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। এখন আমরা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে মানুষের প্রতি মানুষের সাধারণ হকগুলিকে নিন্মোক্ত ২৫টি উপ বিভাগে আলোচনা করবো।

প্রথম হক ঃ যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবে সালাম বিনিময় করবে। সালাম হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এছাড়া মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব সৃষ্টিরও একটি মাধ্যম হচ্ছে সালাম।

রাসূল (স) বলেছেন ঃ খোদার কসম! তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরস্পর পরস্পরকে ভালো না বাসা পর্যন্ত মু'মিনও হতে পারবেনা। আমি কি লোকদেরকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে খবর দিব না যে কাজটি করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা জাগ্রত হতে পারে। আর সেই কাজটিই হচ্ছে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সালাম বিনিময়। রাসূল (স) তো যখনই কারও সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনিই তাকে প্রথমে সালাম করতেন। এমনকি ছেলে-মেয়েদের নিকট দিয়ে যাবার সময়ও তিনি তাদেরকে সালাম করতেন। তবে সুন্নাত হচ্ছে যে ছোট বড়কে সালাম করবে এবং কম সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে সালাম করবে এবং আরোহী ব্যক্তি পদদলে চলাচলকারীকে সালাম করবে।

কিন্তু যখন এ সুন্নাতের অনুসরণ করা না হয়— যা উত্তম পন্থা, তাহলে দ্বিতীয় পন্থাই অবলম্বন করা প্রয়োজন। যাতে সালামের ব্যাপারে অন্ততঃ কোন বিঘ্ন না ঘটে। অর্থাৎ যদি ছোটরা সালাম না দেয়, তাহলে বড়রা সালাম দেবে এবং অল্প সংখ্যক লোক যদি সালাম না দেয় তাহলে বেশী সংখ্যক লোকই সালাম দিবে যাতে সালামের সওয়াব ও বরকত ঠিক থাকে।

এমার বিন ইয়াসার নবী করিম (স) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন ঃ যার মধ্যে এই তিনটি গুণ পাওয়া যাবে তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনটি গুণ হলো এই— নিজের আত্মার প্রতি ইনসাফ করা, সালাম প্রদান করা এবং

www.pathagar.com

দারিদ্র্য সত্ত্বেও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা। সালাম দেয়া যদিও সুন্নাত কিন্তু সালামের জবাব দান ওয়াজিব কেফায়া। এই তিনটি কাজ করলে, অন্যসব কাজেও সে পুণ্য লাভ করতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি একদল লোকের উপর সালাম করে এবং তাদের একজন তার জবাব দেয় তাহলে সকলের পক্ষ থেকেই তা আদায় হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, যখন তোমাদেরকে অভিবাদন করা হবে, তখন তোমরা ও তাদেরকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর অথবা তাদের অভিবাদনের জবাব দাও। সালামের জবাবে শুধু আহ্‌লান সাহ্‌লান (শুভাগমন) এই কথা বলাই যথেষ্ট নয়। কেননা তাতো সালামের চেয়ে উত্তম কিছু নয়, আর না সালামের অনুরূপ। অতএব, যখন বলা হবে 'আসসালামু আলাইকুম', তখন তার উত্তরে, 'ওয়াআলাই কুমুস সালাম' বলা প্রয়োজন, আর যখন শুভাগমন তথা আহ্‌লান সাহ্‌লান বলা হবে তখন তাঁর জবাবে অনুরূপ শুভাগমন বলাই শ্রেয়। আর যদি তার সাথে সালাম যোগ করা হয়, তাহলে তাই উত্তম।

রাসূলে পাক (স) সালামের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কেউ সালাম করার আগে কথা বললে তার কথার জবাব দেবে না। সালাম করলে পর তার কথার উত্তর দেবে।

সালাম করার অর্থ হল তার জন্য শুভ কামনা করা। আমরা যদি সত্য সত্যই সালামের অর্থ বুঝে আন্তরিকতার সাথে কেউ কাউকে সালাম করি তবে তার সথে কি কখনও বিবাদ করতে পারি? আমরা আরবী জানিনা তাই সালামের মাধ্যমে যে কি বলি তাও বুঝতে পারি না। এই জন্যে যাকেই সালাম করি তারই সাথে ঝগড়া বিবাদ করি আবার তারই বিরুদ্ধে মামলাও করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন সালাম করি তখন বলি আমি চাই যে আল্লাহ আপনাকে শান্তিতে রাখুন। আমি আপনার জন্য শান্তি কামনা করি। আর যদি মন থেকে সত্যই তা করি তাহলে কি করে তার সাথে শত্রুতা করতে পারি? আর কি করেই বা তাকে অশান্তিতে ফেলার চেষ্টা করতে পারি?

দ্বিতীয় হক ঃ যখন তোমাকে নিমন্ত্রণ করা হবে, তখন তুমি অবশ্যই তার সে নিমন্ত্রণে সাড়া দেবে। অর্থাৎ যখন তোমাকে কারও বাড়ীতে যাবার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে দাওয়াত করা হবে তখন তুমি তার ডাকে অবশ্যই সাড়া দেবে। দাওয়াতে সাড়া দেয়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদা। কেননা, এর মধ্যে

www.pathagar.com

নিমন্ত্রণকারীর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রকাশ রয়েছে। কিন্তু বিয়ের অলিমা এর থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, কতগুলো নির্দিষ্ট কারণে অলিমার দাওয়াতে সাড়া দান ওয়াজিব। রাসূল (স) বলেছেন যে ব্যক্তি অলিমার দাওয়াতে সাড়া না দেয় সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানিতে লিপ্ত হলো। রাসূল (স) এজন্যই বলেছেন, যখন তোমাকে দাওয়াত করা হয় তখন তুমি তাতে সাড়া দাও। কারণ এ দাওয়াতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভাব সঞ্চার হয়।

রাসূলে পাক (স) বলেছেন— একজন মু'মিন আর একজন মু'মিনের জন্য ইমারতের ভিত্তি স্বরূপ— যার কোন অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে থাকে। মোটকথা দাওয়াত গ্রহণের ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (স) পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত।

তৃতীয় হক ঃ যখন সে তোমার নিকট সদুপদেশ প্রার্থনা করবে তখন তাকে তুমি সদুপদেশ দিবে। অর্থাৎ যখন কোন লোক তোমার নিকট কোন ব্যাপারে নসিহতের উদ্দেশ্যে আসে তখন তাকে অবশ্যই নসিহত বা সদুপদেশ প্রদান করবে। কেননা এটা দ্বীনের একটা অংশ বিশেষ। রাসূল (স) বলেছেন ঃ দ্বীন হচ্ছে সদুপদেশ দান। যদি সে তোমার নিকট সদুপদেশ প্রার্থনা করতে না আসে এবং তার কোন অসুবিধা ও দোষ ত্রুটি থাকে তাহলে তোমার কর্তব্য হচ্ছে তার নিকট গিয়ে তাকে সদুপদেশ দান করা।

চতুর্থ হক ঃ যখন কোন লোক হাঁচি দেয় এবং বলে 'আলহামদু লিল্লাহ' তখন তুমি এই দোয়াটি পাঠ করবে "ইয়ার হামুকুমুল্লাহু ওয়া ইয়াগ্‌ফিরু লি ওয়া লাকুম।" অর্থাৎ আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন এবং তোমাকে ও আমাকে ক্ষমা করুন। হাঁচি দেয়ার সময় সে যে 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপই এই কথা বলতে হবে। আর হাঁচি দেওয়ার সময় সে যদি 'আলহামদু লিল্লাহ' না বলে, তাহলে তার এরূপ না বলার কারণেই শ্রবণকারীর উপর অনুরূপ দোয়ার ব্যাপারটি বর্তাবে না।

পঞ্চম হক ঃ যখন কোন লোক অসুস্থ বা রুগ্ন হয়ে পড়বে, তখন তাকে দেখতে যাবে। অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে তার মুসলিম ভাইগণ দেখতে যাবে এটা তার হক। কাজেই মুসলিম ভাইদের উচিৎ এই হকটিকে প্রতিষ্ঠিত করা। আত্মীয়, সঙ্গী-সাথী অথবা প্রতিবেশী যে সম্পর্কই হোন না কেন তুমি রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এটা তার হক। তবে এই দেখতে যাওয়াটা হচ্ছে রোগী ও

www.pathagar.com

তার রোগের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। কোন সময় এমন হয় যে, তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন তখন তার জন্য বেশী বেশী পেরেশান হতে হয়। আর কোন সময় অতোটা না হলেও চলে। এই অবস্থায় উত্তম কাজ হলো তার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া। আর যে ব্যক্তি একজন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে তার জন্য সুন্নাত হচ্ছে তার হাল অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করা, তার জন্য দোয়া করা ও তার সুস্বাস্থ্য কামনা করা। এইরূপ করা তার রোগ মুক্তি ও সুস্থতার কারণ হতে পারে। আর তার জন্য উচিৎ হবে রুগ্ন ব্যক্তিকে তওবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। অর্থাৎ তাকে এইভাবে সদুপদেশ দেবে ঃ তোমার যে অসুখ হয়েছে, এটা তোমার মঙ্গলের জন্যই হয়েছে। কারণ রোগ মানুষের যাবতীয় পাপ মোচন করে ফেলে এবং তার মন্দ স্বভাবগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কাজেই এই অবস্থায় তুমি বেশী বেশী আল্লাহর যেকের ও মাগফিরাত কামনা করবে এবং এভাবেই আল্লাহর কাছে দোয়া করার মাধ্যমে অনেক পুণ্য অর্জন করতে পারবে।

ষষ্ঠ হক ঃ যখন কোন লোক মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার জানাযায় ও দাফন কাফনে অংশগ্রহণ করবে। যখন কোন একজন মুসলমান ভাই ইনতেকাল করেন তখন তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা তার অধিকার এবং এতে অনেক পুণ্যও রয়েছে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি জানাযা অনুসরণ করল এবং জানাযার নামায আদায় করল তার জন্য এক কিরাত (ইঞ্চি) সওয়াব এবং যে ব্যক্তি জানাযা অনুসরণ করল এবং দাফন কার্যেও শরীক হলো তার জন্য দু'কিরাত (ইঞ্চি) সওয়াব।" সাহাবাদের মধ্য থেকে কোন একজন জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর নবী! 'দুই কিরাত' এই কথার অর্থ কি? তখন তিনি বললেন "তা হচ্ছে দুটি বিশাল পর্বতের সমতুল্য।"

জানাযার পিছনে পিছনে যাওয়া খুবই সওয়াবের কাজ। জানাযার সঙ্গে যাবে আর স্মরণ করবে— ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যেদিন আমার মরদেহকেও এইরূপ মানুষ বহন করবে। আরও মনে করবে, যেমন মুরদাকে দাফন করতে যাচ্ছি, তাকে দাফন করে চির অন্ধকার কবরে ঢেকে রেখে আমরা যার যার মত ঘরে আসবো কিন্তু এ ব্যক্তি আর কোনদিন ঘরে ফিরে আসবে না। ঠিক তেমনই ভবিষ্যতে এমন একটা দিন আসবে যেদিন অন্যেরা এভাবে আমাকেও নিয়ে যাবে গোরস্থানে। আমাকেও শুইয়ে দেবে কবরের মধ্যে। আমাকেও একদিন মাটি চাপা দিয়ে চির অন্ধকারে ফেলে রেখে অন্যেরা যার যার বাড়ী চলে যাবে কিন্তু আমি আর সেখান থেকে ফিরব না।

www.pathagar.com

একথাও স্মরণ করতে হবে যে আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন যত বেশী লোক আমার জন্যে দোয়া করবে ততই আমার ভাল হবে অতএব এটা যখন আমরা চাই তখন তা পাওয়ার জন্যে আমাকে অন্য মুরদার জন্যে তা করতে হবে যেন আমিও দোয়া পেতে পারি।

সপ্তম হক ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ কর।

– আল্ হাদিস

কথাটি যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত তবুও এর ব্যাখ্যা খুবই সুদূর প্রসারী। আসুন আমরা চিন্তা করে দেখি নিজের জন্য কি পছন্দ করি। মনে করুন, আমার গ্রামের ভিটেমাটি সব ঋণের দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে। আমি আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে রাজধানীতে চলে এসেছি। এখানেও থাকার কোন জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশের ঝুপড়িতে ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে কোন প্রকার রাত কাটাই আর ভিক্ষা করে খাই। এ অবস্থায় আমি চিন্তা করলাম শহরে তো কত বড় লোক আছেন যাদের বহু জায়গা জমি ও গাড়ী বাড়ী আছে। ইচ্ছা করলে কোন মহৎ ব্যক্তি তো আমাকে ভাইয়ের ন্যায় বা একটা ছেলের ন্যায় মেনে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন। যেমন— মদিনার আনসাররা মক্কার মুহাজির ভাইদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। এভাবে হয়ত কেউ দিতেও পারেন। এইটা চিন্তা করে আমি আপনার নিকট আবেদন জানালাম। আপনি একজন ধনী লোক। আপনি এখন আমার সাথে কি ব্যবহার করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। আপনি এখন রাসূলের এই হাদীসকে স্মরণ করুন এবং মনে করুন আপনি যদি আমার অবস্থায় থেকে কারও নিকট এভাবে আবেদন করতেন তাহলে আপনার আবেদনে আপনি কিরূপ সাড়া পাওয়ার আশা রাখতেন? আপনি যদি আমার আহ্বানে রাসূলের এই কথা মুতাবিক এভাবে সাড়া দিতেন তাহলে বাংলাদেশে কি একটিও সর্বহারা লোক থাকত? আপনি চিন্তা করুন আমাদের দেশে যতগুলো ধনী পরিবার আছে তাদের এক একটি ধনী পরিবার মাত্র এক একটা সর্বহারা পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় তাহলে এটা তাদের জন্য খুব ভারী কাজ নয়।

যত রাজনৈতিক দল আছে তারা যদি প্রতি বছর ২০/৩০টা সর্বহারা পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চান তাহলে কি পারেন না? যারা এ দেশের মন্ত্রী

www.pathagar.com

আছেন তারা ইচ্ছা করলে নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়েই প্রতি বছর কমপক্ষে ১০টা পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন বলে আমি মনে করি।

এ দেশের খাস জমিগুলি যদি ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে দ্রুত বন্টন করে দেয়া হত তাহলে কি কমলাপুর থেকে তেজগাঁ পর্যন্ত রেল লাইনের পাশ দিয়ে যে সব বনি আদমকে নর্দমার উপর ঝুপড়িতে বাস করতে দেখি— যারা সেখানে বসে খায় তারই পার্শ্বে বসে নর্দমার মধ্যে প্রস্রাব পায়খানা করে— তাদেরকে কি সভ্য মানুষের ন্যায় বসবাস করার ব্যবস্থা করে দেয়া এদেশের ধনীদের পক্ষে অসম্ভব হত?

আমরা যদি রাসূলের একটা মাত্র হাদীসের অর্থ বুঝতাম এবং তার উপর আমল করতাম তাহলে বাংলাদেশে একটিও সর্বহারা ও ভূমিহীন লোক থাকত না।

রাসূলের এ হাদীসের উপর আমল করে এক দিন ১৩ লক্ষ বর্গমাইল এলাকার লোক সবাই স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিলেন এবং যাকাত নেয়ার মত কোন লোকই ছিল না।

কিংবা ধরুণ আমি কোন কঠিন রোগে ভুগছি। চিকিৎসা করার মত আমার হাতে কোন অর্থ নেই। আপনি ধনী লোক। আপনার নিকট আমি সাহায্য চাইলাম। আপনি যদি তখন মনে করতে পারেন যে, আমি যদি ঐ রোগী হতাম আর আমি যদি এভাবে এসে পরের সাহায্যের জন্য হাত পেতে বসতাম তখন আমার প্রতি অন্যেরা কেমন ব্যবহার করলে আমি খুশী হতাম। তখন আপনার মন বলে দিত যে, আমাকে কেউ চিকিৎসা করে দিলে খুশী হতাম। তখন যদি আপনি এভাবে চিন্তা করতে পারেন যে এখনই যদি আমার মা , বাবা কিংবা আমার ছেলে-মেয়ে কেউ ঠিক এই একই রোগে আক্রান্ত হয় তাহলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার অর্থ কি আমার হত না? এই ধরনের চিন্তা অর্থাৎ রাসূল (স) এর হাদীস ভিত্তিক চিন্তা যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে কি একটা লোকও বিনা চিকিৎসায় মরত? তা অবশ্যই মরত না।

অথবা মনে করুন, আমি একটা কাজ নিয়ে গিয়েছি আপনার অফিসে। আপনি একজন সরকারী অফিসার। আমি অতি বিনীতভাবে নিবেদন করলাম স্যার আমি বহুদূর থেকে এসেছি। মেহেরবানী করে আমার কাজটা একটু করে দিন। তখন আপনি হয়ত ধমকের সুরে বলে দিলেন "যান সামনের মঙ্গলবার

www.pathagar.com

আসবেন।" আপনি যদি তখন চিন্তা করতেন— আমি যদি ঐ ব্যক্তি হয়ে এভাবে চিন্তা করতাম যে, আমার কাজটা আজকেই হয়ে গেলে আমি আজই বরিশালের বাড়ীতে চলে যেতাম। তা না হলে কোথায় থাকব, কোথায় খাব, পকেটে টাকা নেই, আমি দারুন অসুবিধায় পড়ে যাব। আপনি যদি আমার হয়ে বা আমার মাথা দিয়ে চিন্তা করতেন তাহলে অবশ্যই আপনি আমার কাজটা যত দ্রুত সম্ভব করে দিতেন।

কমপক্ষে আমি ক্ষুধার্ত হয়ে আপনার কাছে এক মুঠো খাবার চাইলে তখনও যদি আপনি আমার হয়ে চিন্তা করতেন তাহলেও আমাকে দু'টো খেতে দিতেন।

ঠিক তেমনি পথ চলতে যদি আমি আপনার সঙ্গী হই আর আপনি যদি খুব দামী লোক হন আর আমি যদি একটা কুষ্ঠ রোগী হই তখন আপনি আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে পারেন। আর যদি আপনি রাসূলের (স) এই হাদীসকে অবলম্বন করে চিন্তা করতে পারেন যে আল্লাহ্ তো ইচ্ছা করলে আমাকেও এরূপ করতে পারতেন, আর তা যদি আল্লাহ্ করতেন আর আমি যদি এভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে একজন ভদ্র লোকের দিকে চেয়ে থাকতাম তখন যদি তারা আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে তাহলে খুশী হতাম না কি আমাকে একটু বসতে দিলে খুশী হতাম। আমি যে ব্যবহারে খুশী হতাম আমি যদি এদের প্রতি সেই ব্যবহারই করি তবে এটাই হয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের কাজ।

এভাবে আমরা যদি প্রত্যেকেই অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজন মনে করতে পারি এবং অন্যের নিকট থেকে যে ব্যবহার আমি চাই সেই ব্যবহার যদি অন্যের সাথে করতে পারি তা হলে এই বাংলাদেশই বেহেশতের একটা টুকরায় পরিণত হতে পারে।

আফসোস, আমাদের দেশের সঠিক অবস্থা হল এমন যে, কোন কাজ নিয়ে যদি কোন বিশেষ দায়িত্বশীলদের দরবারে যাই তা হলে তারা যেন মনে করেন আমরা বেশ বড় ধরনের কোন অপরাধ করে মাফ চাইতে গিয়েছি। তাদের আচরণ দেখে এটাই মনে হয়।

অষ্টম হক ঃ একে অন্যের হাত ও জবানের অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকা। এটা প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের হক।

এ হক আদায় করার অর্থ হল মানুষ কেউ কারও ক্ষতি করবে না। আমরা যদি প্রত্যেকেই এ বিষয় হুঁশিয়ার হয়ে যাই যে আমরা কেউ কারও ক্ষতি করব না তাহলেও আল্লাহর পৃথিবীটা বেহেশতে পরিণত হতে পারে। আজ সমাজের মানুষ

www.pathagar.com

যতদিক থেকে অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করছে তার ৫ শতাংশই আসছে মানুষের তরফ থেকে। আর ৫ শতাংশ আসতে পারে প্রাকৃতিক কারণে। যেমন কারও ঝড়ে ঘর পড়ে গেল। কেউ গাছ থেকে পড়ে ব্যথা পেল বা পা ভেঙ্গে গেল বা কেউ হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়ল কোন প্রাকৃতিক কারণে। কিন্তু এসব ছাড়া এমন বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে অসুস্থ হওয়ার কারণ মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয়, যেমন পেটে আলসার হয়ে গেছে, ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন ভেজাল খাদ্য দ্রব্য খাওয়াই এ রোগের মূল কারণ। এর থেকে প্রমাণ হল, যারা খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসায়ী তারা পয়সা উপার্জনের জন্যেই ব্যবসা করে। তারা আল্লাহর বান্দাদের খেদমতের উদ্দেশ্যে ব্যবসা করে না। এদের কারণে কত যে আল্লাহর বান্দা অসুস্থ হয় কে তার রেকর্ড করে। কিন্তু আল্লাহর দরবারে তার রেকর্ড ঠিক মতই হয়ে যাচ্ছে। আজকাল বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন লোকই পেটের পীড়ায় আক্রান্ত। এর মূল কারণ অসৎ ব্যবসায়ীদের অর্থের লোভে বিষ পরিবেশন করা। লোকদেরকে যারা এভাবে কষ্ট দেয় তারা ইসলামের পরিসীমার বাইরে— বলেছেন আল্লাহর নবী (স)। কারও আদরের সন্তান ইউনিভারসিটিতে পড়তে আসে, পড়ে মানুষ হওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু মানুষের অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণের কারণে শেষ পর্যন্ত তাকে লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়। এভাবে কত যে অপকর্ম মানুষের দ্বারা ঘটছে তার কোন লেখা জোখা নেই।

ভেজাল খাদ্য যে মানুষের জন্য কত ক্ষতিকর তা আমরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। এমন কি বেশ কিছু দিন আগে থেকেই জীবন রক্ষাকারী ঔষধেও ভেজাল হচ্ছে। তাই ডাক্তার বিধান রায় একদিন বলেছিলেন ঃ "তোমাদের রোগব্যধি হলে ডাক্তার দেখিয়ে ব্যবস্থা পত্র নিও, ডাক্তারদের ফি টা দিও, কারণ ডাক্তারদের বাঁচতে হবে তো।

আর তাদের ব্যবস্থাপত্র মুতাবিক ঔষধটাও কিনে নিও কারণ যারা ঔষধের দোকান দিয়ে বসে আছে তাদেরকেও তো বাঁচতে হবে।

আর তোমরা যা ঔষধ কিনবে তা খবরদার খেয়ো না, কারণ তোমাদেরকেও তো বাঁচতে হবে।"

এই হচ্ছে ঔষধ সম্পর্কে একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের মন্তব্য। এভাবে মানুষ যত মানুষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা মনে হয় মানুষের মোট ভোগান্তির শতকরা ৯৫% ভাগ হবে।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে রাসূল (স) এর কিছু কথা এখানে তুলে দেয়া হল, যথা— একদিন রাসূল (স) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বসে আছেন এমন সময় উপস্থিত সাহাবীদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা বলতে পার কে পূর্ণ মুসলমান? সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদে থাকতে পারে সে-ই সত্যিকার অর্থে মুসলমান। এই হাদীসের দৃষ্টিতে আমরা কয়জন মুসলমান হিসেবে টিকতে পারব তা কি কখনও ভেবে দেখেছি। অতঃপর সাহাবীগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মু'মিন কোন ব্যক্তি? রাসূল (স) জবাবে বললেন ঃ মু'মিন সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি হতে অন্যান্য মু'মিন নিজেদের জান মাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি প্রকৃত মুহাজির? রাসূল (স) জবাবে বললেন যে ব্যক্তি সকল প্রকার গোনাহের কাজ পরিত্যাগ করতে পেরেছে সে-ই প্রকৃত মুহাজির। তিনি আরও বললেন, কোন মুসলমানের চোখ দ্বারা অন্যকে কটাক্ষ করা জায়েয নয় যাতে সে ব্যক্তি মনে ব্যথা পায় এবং কোন মুসলমানের এমন কোন কাজ করাও জায়েয় নয় যে কাজের কারণে কোন মুসলমান ভীত, সংকিত ও আতংকিত হয়।

হযরত মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ দোজখীদেরকে আল্লাহ ভীষণ খোস পাঁচড়া দিবেন। তারা চুলকাতে চুলকাতে গোশত তুলে ফেলবে তাতে হাড় বেরিয়ে যাবে। তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করবে পরিশ্রম ও কষ্ট কি পরিমাণ? দোজখীরা জবাব দিবে অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম এবং ভীষণ কষ্ট। তাদেরকে বলা হবে তোমরা পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে যে কষ্ট দিয়েছ তাদেরকে সর্বদা বিব্রত রেখেছ, এটা হচ্ছে তারই শাস্তি। রাসূল (স) আরও বলেছেন আমি এক ব্যক্তিকে বেহেশতের মধ্যে খুব আরামে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম ঐ ব্যক্তি সাধারণের চলার পথ থেকে একটা গাছ কেটে ফেলে রাস্তা দিয়ে চলার পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন সে জন্য আল্লাহ তাকে বেহেশতে স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ সব থেকে বুঝা গেল কোন মুসলমান দ্বারা কোন মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। আর যদি তা হয় তবে সে প্রকৃত মুসলমান নয়।

www.pathagar.com

নবম হক ঃ বিনম্র হওয়া। কারও প্রতি অহংকার করবে না। অন্যের চাইতে নিজেকে বড় মনে করবে না। রাসূল (স) মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহারের নছিহত করেছেন। মানুষ মানুষের নিকট থেকে ভাল বিনম্র ব্যবহার পাবে এটা মানুষের হক এবং মুসলিম মিল্লাতের মৌলিক অধিকার। কোন মানুষকে হেয় মনে করা উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন তুমি যাকে খারাপ মনে কর সে হয়ত তোমার চাইতে ভাল। (সূরা হুজুরাতের একটা আয়াতের ভাবার্থ) রাসূল (স) বলেন, তুমি যাকে হেয় মনে করছ হতে পারে সে আল্লাহর একজন বন্ধু। আমরা মানুষের কোন কাজকে ঘৃণা করতে পারি, কিন্তু মানুষকে নয়। আমাদের উচিৎ সর্বদাই অতি বিনম্রভাবে লোকদের সাথে মেলামেশা করা এবং যারা বিপথগামী হচ্ছে বলে মনে হবে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে তাদের ভুলগুলি ধরিয়ে দেয়া এবং চেষ্টা করা যেন সবাইকে রাসূলের আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তোলা যায় এবং নিজেও যেন খাঁটি মুসলমান হিসেবে বিবেচিত হতে পারি।

১০ম হক ঃ কারও বিরুদ্ধে কেউ কোন কুৎসা বললে তা শোনা উচিৎ নয়। কারণ এতে হতে পারে একজন লোক কোন অপরাধ করেনি কিন্তু মানুষের মধ্যে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অযথা তার দুর্নাম করছে। যারা পরনিন্দুক তারা ইসলামের দৃষ্টিতে ফাসেক। হাদীসে আছে কোন পরনিন্দুক ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করার অধিকার পাবে না।

১১শ হক ঃ মনোবিবাদ ত্যাগ করবে। কারও সাথে রাগ করে তিন দিন কথা না বলে থাকা জায়েয নয়। এটাও মানুষের প্রতি মানুষের হক যে, কেউ কারও প্রতি মনোবিবাদ রাখতে পারবে না। কারণ তাতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য যে শান্তি তা ব্যহত হবে।

রাসূল (স) বলেছেন ; রাগ করে কথাবার্তা বন্ধ করার পর যে আগে কথা বলবে আল্লাহর নিকট সেই উত্তম ব্যক্তি। হযরত ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ হযরত ইউসুফ (আ)কে বলেছিলেন আমি তোমাকে এই জন্যে বেশী মর্যাদা দিয়েছি যে তুমি তোমার ভাইদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছ। হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে তুমি যদি তোমার মুসলমান ভাইদের অপরাধ ক্ষমা করতে পার তাহলে আল্লাহ তোমার মান মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন।

www.pathagar.com

১২শ হক ঃ লোকের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করা। মানুষ কেউ ভাল হোক বা মন্দ হোক আমার নিকট থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। রাসূল (স) বলেনঃ যতদূর পার মানুষের উপকার কর এবং মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার কর। সে যদিও উপকার ও ভাল ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত নয় কিন্তু তুমি তো উপকার করার উপযুক্ত।

১৩শ হক ঃ বড়দের সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা। রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে না এবং ছোটদের স্নেহ করবেনা সে আমার উম্মতের শ্রেণীভুক্ত নয়। রাসূল (স) আরও বলেছেন, যে যুবক বৃদ্ধদের সম্মান করবে সে ব্যক্তি যখন বৃদ্ধ হবে আল্লাহ অন্যান্যদের দ্বারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করাবেন। এর অর্থ হল আল্লাহ তাকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। এর দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে, দীর্ঘায়ু হওয়ার জন্য করণীয় হল বয়োবৃদ্ধ লোকদেরকে যতদূর সম্ভব উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা।

রাসূলুল্লাহ (স) এর নিকট লোকে ছোট ছেলেদের নিয়ে আসতেন একটু দোয়া নেয়ার জন্য। তিনি ছোটদেরকে আদর করতেন নিজের বিছানায় বসতে দিতেন। ছোট দুগ্ধপোষ্য ছেলে হলে কোলে নিতেন। কোন বাচ্চা যদি জামা কাপড় ভরে প্রস্রাব করে দিতো তখন তিনি তা নিজ হাতে হাসিমুখে পরিষ্কার করতেন। দেখলে মনে হত যে, শিশুরা তার নিজের সন্তান। হুজুরের প্রতিটি আচরণই ছিল এমন যেন তার চাইতে আরও ভাল আচরণ হতেই পারে না। তাঁর প্রতিটি ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ হত যে তিনি মানুষকে কত ভাল বাসতেন, কত মুহাব্বত করতেন।

আমরাও যদি এভাবে মানুষকে ভালবাসতে পারতাম তাহলে কতই না ভাল হত। এই পৃথিবীই বেহেশতে পরিণত হত।

রাসূল (স) যেখানে বলেছেন, বৃদ্ধ লোকদের সম্মান করতে অথচ বৃদ্ধদের সাথে আমরা অসম্মান করি, চরম দুর্ব্যবহার করি। আমরা যা করি তাতে আল্লাহর গজব নাযিল হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু আল্লাহর এক নাম সাবুর অর্থাৎ ধৈর্য্যশীল তাই আল্লাহ ধৈর্যের কারণে আমাদের উপর গজব নাযিল করেন না।

আমরা দেখি যত দুর্ভোগ সব বৃদ্ধ লোকের। ট্রেনের টিকিট করতে গেলে দেখা যায় বৃদ্ধ লোকদের ঠেলে ফেলে দিয়ে যুবকরা আগে গিয়ে টিকিট করে।

www.pathagar.com

গাড়ীতে উঠতে গেলে যুবকরা বৃদ্ধ লোকদের ঠেলে ফেলে দিয়ে আগে গিয়ে সিট নিয়ে বসে যায়। বৃদ্ধরা দাঁড়িয়ে থাকেন। বাসে উঠতে গেলে তো বৃদ্ধলোকদের বিপদের সীমা থাকে না। বাসে উঠে আপনি যদি সামনে পিছনে দৃষ্টি করেন দেখবেন বৃদ্ধলোক দাঁড়ানো বেশী। একই অবস্থা লঞ্চ ষ্টীমারে। যেখানেই যাবেন সেখানেই দেখবেন বৃদ্ধ লোকদের লাইন পিছনে।

আফসোস যে রাসূলের শিক্ষা থেকে আজ আমরা যত দূরে সরে যাচ্ছি ততই সমাজ জাহান্নামে পরিণত হচ্ছে।

এখন যদি রাসূলের (স) শিক্ষার দিকে ফিরে আসি তাহলে এখনও সময় আছে, এখনও এ সমাজ বেহেশ্‌তী সমাজে পরিণত হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের লোকদের নিজ নিজ আওতার মধ্যে চরিত্র গঠনের ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং যার যার নিজ পরিবারে চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ চালু করা।

১৪শ হক ঃ সকল মুসলমানের সঙ্গে ভালভাবে মিলেমিশে থাকা। এতেই সমাজের লোক শান্তিতে বাস করতে পারে।

রাসূল (স) বলেছেন— সরল মন ও প্রফুল্ল চিত্তের লোকদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন। সব সময় হাসি মুখে থাকা, লোকের সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলা, লোকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা এবং মিষ্টি ভাষায় কথা বলা গোনাহ মাফের কারণ বলেও রাসূল (স) উল্লেখ করেছেন।

কেউ রাসূল (স) এর সঙ্গে কোন কথা বলার উদ্দেশ্যে আসলে তিনি কখনও বিরক্ত হননি। তিনি সর্বদা ধৈর্য সহকারে মানুষের কথা শুনেছেন।

আমাদেরও উচিৎ রাসূলুল্লাহ (স) এর স্বভাব নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করা।

১৫শ হক ঃ কোন মুসলমানের সঙ্গে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ না করা। হাদীসে আছে— মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা ও আমানতের খেয়ানত করা, এই তিনটি মুনাফেকীর লক্ষণ।

ওয়াদা ভঙ্গ করাটাও মানুষের প্রতি মানুষের একটা হক আদায় না করার শামিল। আশা করি আমরা এ বিষয় হুঁশিয়ার থাকব।

১৬শ হক ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করা। কোন ব্যক্তি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানার্হ না হলেও তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের

www.pathagar.com

মধ্যে সম্মানার্হ। এরূপ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এ সম্মান পাওয়াটা তার একটা হক। কাজেই তার হক থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না।

রাসূলে পাক (স) এর নিকট কোন সম্মানিত ব্যক্তি আসলে তাঁর নিজের চাদর নিজের হাতে বিছিয়ে দিতেন তাঁর বসবার জন্য। আমাদের উচিৎ রাসূলের শিক্ষা মুতাবিক সম্মানীয় লোকদের সম্মান করা।

১৭শ হক ঃ দুই মুসলমানের বিবাদ মীমাংসা করে দেয়া।

একদিন রাসূল (স) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বলতো রোযা নামায এবং ছাদকা অপেক্ষা কোন কাজ উত্তম? সাহাবীগণ বললেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। রাসূল (স) বললেন, "দুই মুসলমানের মধ্যে যদি কোন বিবাদ সৃষ্টি হয় তবে তা মীমাংসা করে দেয়া।

কোন ব্যক্তি যদি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের কোন অপরাধ ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহও তার গোনাহ মাফ করে দেন। কাজেই আমাদের সর্বদা এমন মন থাকতে হবে যে আমি যেমন আল্লাহর নিকট ক্ষমা পেতে চাই তেমন আমিও লোকদেরকে ক্ষমা করে যাব। যেন পরকালে আল্লাহ এ কথা না বলতে পারেন যে তুমি যখন ক্ষমা করনি তখন তুমি তা চাইবে কোন অধিকারে? হযরত আলী (রা) একদিন এক মুঠ বালি হাতে নিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের উপকার করতে পারেনা এবং মানুষকে ক্ষমা করতে পারে না তার মূল্য এই বালিটুকুর সমানও নয়।

১৮শ হক ঃ মুসলমানদের দোষ–ত্রুটি গোপন রাখা। আল্লাহর এক নাম 'সাত্তার' তিনি মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন। কাজেই আমাদের উচিৎ মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং যার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায় তাকে ভাই হিসেবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাঁর নিকটই বলা যে ভাই আপনার এই কাজটার মধ্যে আমার দৃষ্টিতে আমি এই ত্রুটি আছে বলে মনে করি। এ ব্যাপারে আপনার মত কি? যদি তিনি সত্যিই কোন অপরাধ করে থাকেন তাহলে তিনি তা স্বীকার করবেন অথবা এমনও হতে পারে তিনি কোন ত্রুটি করেননি অথচ আমরা ভুল বুঝে ত্রুটি মনে করেছি। যদি এমনতর হয়ে থাকে তাহলে তার কথা শুনলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। এভাবে হৃদ্যতার

www.pathagar.com

সঙ্গে কোন মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেয়া ভাল। আর তা না করে যদি একের ত্রুটি বিচ্যুতি অন্যের নিকট বলে বেড়ানো হয় তাহলেও বান্দার হক নষ্ট করা হয়। তা ছাড়া মানুষের দোষ খোঁজ করে বেড়ানো একটা বদ অভ্যাস। এটাকে আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। সূরা হুজরাতে আল্লাহ বলেন, “লা তাজাস্সাসু অর্থাৎ তোমরা মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায়ো না।”

আশা করি আমরা এ বদ অভ্যাস ত্যাগ করব।

১৯শ হক ঃ কারও দুর্নাম রটানো ও অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকা।

আমাদের উচিৎ, আমি যদি কারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার দুর্নাম বদনাম রটাই তাহলে সেও সুযোগ পেলে আমার বিরুদ্ধে দুর্নাম বদনাম রটাবে। আর এটা আমি যেমন চাই না যে আমার নামে সমাজে দুর্নাম প্রচার হোক তেমন আমিও চাইব না যে আমার দ্বারা কারও বিরুদ্ধে কিছু বলা হয়ে যাক।

একদিন রাসূল (স) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, “যদি কেউ তার মা-বাবাকে গালি দেয় তাহলে সে কেমন কাজ করে— সাহাবীগণ বললেন, হুজুর এমন কাজও কি কেউ করে? রাসূল (স) বললেন, যদি কেউ অন্যের পিতামাতাকে গালি দেয় তবে সে উল্টো তার পিতামাতাকে গালি দেয়। এ গালি সে দিত না যদি প্রথম ব্যক্তি পূর্বে তার পিতামাতাকে গালি না দিত। এর দ্বারা প্রমাণ হল যদি কেউ অন্যের পিতামাতাকে বা জাত গোষ্ঠি ধরে কোন গালাগালি করে তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের পিতামাতাকেই জাত গোষ্ঠি ধরে গালি দিল।

এ সব দিক লক্ষ্য রেখে যারা চলে তারাই বুদ্ধিমান। আর যারা এ সব চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যা মুখে আসে তা বলে ফেলে তারা যে শুধু অন্যের গালাগালির পাত্র হয় তাই নয়, বরং তারা ঘৃণার পাত্রও হয় যার জন্যে সমাজে সে সম্মান লাভ করতে পারে না।

জানা উচিৎ যে আমি নিজে অপরকে যে পরিমাণ শ্রদ্ধা করতে পারব আমি নিজে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রদ্ধাই পাওয়ার উপযোগী হব।

২০তম হক ঃ অন্যের জন্য সুপারিশ করা। কোন পদস্থ ব্যক্তির নিকট কারও কোন উপকারের জন্য সুপারিশ করার ব্যাপারে কৃপণতা করা যাবে না।

www.pathagar.com

রাসূল (স) একদিন বললেন কোন ছদকাই মৌখিক ছদকার চাইতে উৎকৃষ্ট নয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর মৌখিক ছদকা কি? তিনি উত্তরে বললেন, সেই ন্যায় সঙ্গত সুপারিশ যা কারও প্রাণ রক্ষা করবে বা কারও কোন উপকার হবে বা কাউকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। এরূপ সুপারিশ সব ধরনের ছদকা থেকে উত্তম ছদকা।

একটি ছোট্ট উদাহরণ থেকে বুঝা যাবে আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ এ হাদীসে আমল করে কিরূপ মানবতা প্রদর্শন করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (র) এর এক দুষ্ট প্রতিবেশী ছিল সে প্রায়ই রাত্রে তাড়ি মদ খেয়ে হৈ চৈ করে ইমামের অসুবিধা করতো। একদিন তার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ইমাম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। প্রত্যুষে তিনি লোকটির খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন উৎপাত সৃষ্টি করার অপরাধে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কালবিলম্ব না করে খলিফার দরবারে হাজির হলেন। যিনি সর্বদা খলিফার দরবারকে এড়িয়ে চলেন তার হঠাৎ দরবারে উপস্থিতি সবাইকে বিস্মিত করলো। দরবার শুদ্ধ প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিল। স্বয়ং খলিফা এগিয়ে এসে ইমামকে স্বাগত জানালেন এবং নিজের আসনে বসতে অনুরোধ করে তার আগমণের কারণ জানতে চাইলেন। ইমাম তার মাতাল প্রতিবেশীকে মুক্তি দেয়ার জন্য সুপারিশ করলেন। ইমামের আবেদন শুনে খলিফা বিস্ময়ে হতবাক হলেন। কালবিলম্ব না করে তিনি ঘোষণা করলেন— 'শুধু সেই মাতালকেই নয় ইমামের সৌজন্যে কারাগারের সহস্রাধিক বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হল।" বলা বাহুল্য, তার পর দিন থেকে সেই দুষ্ট লোকটি সকল অপরাধ ত্যাগ করে ভাল মানুষে পরিণত হয়েছিল।

আজকাল কোন ব্যক্তি সম্মানীয় হলে অন্যের জন্য সুপারিশ করতেও লজ্জাবোধ করেন।

মনে রাখতে হবে আমি যেমন পরকালে সুপারিশের পক্ষপাতি তেমনি আমিও যেন ক্ষমতা থাকলে অন্যের উপকারের জন্য প্রয়োজনবোধে সুপারিশ করি এবং এতে যেন কার্পণ্য না করি।

২১তম হক ঃ কোন অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সহায়তা দান করা।

www.pathagar.com

কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে যদি কেউ তাকে গালাগালি করে কিংবা তার মান ইজ্জতের উপর হামলা করে, কিংবা কারও মাল আসবাব জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায় তাহলে যারাই সেখানে উপস্থিত থাকবে তারা বাধা দেবে, প্রতিউত্তর করবে। তার অনুপস্থিত মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ হয়ে তা প্রতিরোধ করবে। এটাও এক মুসলমানের নিকট অপর মুসলমানের একটি ন্যায্য পাওনা হক।

২২তম হক ঃ গরীব বা অভাবী লোকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা ও সাহায্যের হাত বাড়ান। গরীব লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করবে এবং ধনী ব্যক্তিদের সাথে উঠাবসাকে ভয় করে চলবে। রাসূল (স) এরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

একবার হুজুর (স) বললেন ঃ মৃত লোকদের নিকট বসবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মৃত ব্যক্তি কারা? রাসূল (স) বললেন যারা আমীর লোক।

'হযরত সোলাইমান (আ) কোন গরীব দেখলে সেখানে বসে পড়তেন আর বলতেন গরীব লোক গরীবের কাছেই বসে। তিনি নিজেকে মিসকিনদের দলভুক্ত মনে করতেন।

হযরত ঈসা (আ) কে কেউ মিসকীন বলে সম্বোধন করলে তিনি খুব খুশী হতেন। রাসূল (স) আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়ায় গরীব করে রাখ। মৃত্যুর সময় গরীব অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং কেয়ামতের মাঠে আমাকে গরীবদের সঙ্গেই উঠায়ো।

গরীবরা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল আর ধনীরা বেশীর ভাগ ধনের উপর নির্ভরশীল। এজন্যে রাসূল (স) গরীবকে বেশী ভালবাসতেন এবং তিনি গরীবদের দলভুক্ত থাকতে চাইতেন। কাজেই আমাদের উচিৎ গরীব লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করা।

২৪তম হক ঃ অভাবী লোকের অভাব মোচন করে দেয়া এবং মুসলমানদেরকে সন্তুষ্ট রাখা।

রাসূল (স) বলেছেন যে কেউ মুসলমানদের চোখ উজ্জ্বল করবে আল্লাহ তার চোখ উজ্জ্বল করবেন। এখানে উজ্জ্বল করার অর্থ হল অভাব মোচন করে তার চোখে মুখে হাসি ফোটানো।

www.pathagar.com

রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা কোন ইবাদাতই আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয় নয়।

তিনি অপর এক স্থানে বলেছেন শেরেকী ও মানুষের উপর জুলুমের চাইতে বড় আর কোন গোনাহ নেই এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও মানব জাতির শান্তি বিধান অপেক্ষা আর কোন বড় ইবাদাত নেই।

২৫তম হক ঃ মৃতের জন্য দোয়া করা এবং মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা।

মনে করতে হবে আমাকেও একদিন এই কবরের অধিবাসী হতে হবে। কাজেই আমি যদি আজ অন্যের কবর যিয়ারত করি ও অন্যের জন্য দোয়া করি তবে অন্যেরাও আমার কবর যিয়ারত করবে এবং আমার জন্য দোয়া করবে।

অমুসলমানদের হক

অমুসলমান বলতে সকল অবিশ্বাসীদেরকেরই বুঝানো হয়ে থাকে। এরা চারভাগে বিভক্ত। হরবী (যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত), আশ্রয় প্রার্থী, চুক্তিবদ্ধ এবং জিম্মি। সুতরাং যারা প্রকাশ্যভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং শত্রুতা পোষণ করেছে, সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের উপর তাদের কোন অধিকার নেই।

তবে যারা আশ্রয় প্রার্থী আমাদের উপর তাদের হক রয়েছে। তাদের সহায়তা করা আমাদের কর্তব্য। এটা এই জন্য যে, যাতে তারা নিরাপদে জীবন-যাপন করতে পারে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন ঃ "যখন মুশরিকদের কেউ তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাদের সাহায্য কর— যাতে তারা আল্লাহর কালাম শুনতে পারে, অতঃপর তাদেরকে তাদের নিরাপদ স্থান কোনটি তা জানিয়ে দাও। আর যারা আমাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি তাদের ও আমাদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকে যে ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে তাহলে তাদের সাথে আমাদের সুব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ তারা যতদিন চুক্তির উপর বহাল থাকবে, আমাদের কোন অনিষ্ট করবে না, আমাদের কাউকে হয়রান করবে না এবং আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সুব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য।"

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন ঃ "তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোক যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছো, অতঃপর তারা তোমাদের কোন ব্যাপারে ক্ষতিসাধন করেনি এবং তোমাদের উপরে কোন প্রকার শত্রুতাও করেনি, তাহলে তাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তোমরা বহাল থাক। আল্লাহ খোদাভীরু লোকদের ভালবাসেন।"আল্লাহ্ তা'য়ালা আরও বলেন ঃ "যদি চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর তারা তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা দোষারোপ করে তাহলে কাফেরদের নেতাদেরকে তোমরা হত্যা কর— তাদের সাথে তোমাদের আর কোন চুক্তি নেই।"

অতঃপর জিম্মিদের কথা। তাদের উপর আমাদের এবং আমাদের উপর তাদের হক রয়েছে। এটা এই জন্য যে, তারা মুসলমানদের দেশেই বসবাস করে থাকে। তারা মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর দিয়ে থাকে এবং এ কারণেই তারা মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার যোগ্য। অতএব, মুসলিম সরকারের উপর কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাদের জান-মাল এবং সম্মানের হেফাজত করা। তারা তাদের (ধর্মানুযায়ী) যে জিনিসগুলোকে নিষিদ্ধ বলে মনে করে তা কেউ লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর উপর দণ্ড কায়েম করবে। এছাড়া তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে এবং তাদের কোন ব্যাপারে কষ্টদান থেকে বিরত থাকতে হবে। আর পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে তারতম্য থাকা প্রয়োজন। তাদের কোন মন্দ স্বভাব যাতে ইসলামের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে তাদের ব্যবহৃত ক্রুশ এবং নাকুশা যা তাদের ধর্মীয় নিদর্শন বলে গণ্য তা যেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আর জিম্মিদের সম্পর্কে যাবতীয় বিধান আমাদের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই ফিক্‌হের কিতাব পাঠের জন্য অনুরোধ করে এ ব্যাপারে আমরা এ নিবন্ধকে সংক্ষিপ্ত করলাম।

www.pathagar.com

দারসের শিক্ষা

পরকালের জীবনকে যারা সত্যই বিশ্বাস করবেন তাদেরকে অবশ্যই বান্দার হকগুলি আদায় করতে হবে। কারণ আল্লাহ্‌র হক বহুক্ষেত্রে আল্লাহ্ মাফ করবেন কিন্তু বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ্ মাফ করবেন না।

হাঁ তবে যদি কোন বান্দা কোন বান্দার নিকট কোন ব্যাপারে দায়ী থাকেন আর যদি হাজারও চেষ্টা করে দায়মুক্ত হতে না পারেন তবে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিবেন। আর যদি এমন হয় যে হাজারও চেষ্টা করে কোন প্রকারেই সম্ভব হল না দায় পরিশোধ করার এবং ক্ষমা চাওয়ার এ অবস্থায় আল্লাহ দেখবেন তার দায়মুক্ত হওয়ার জন্যে মনের পেরেশানি কি পরিমাণ ছিল। এটা দেখে মেহেরবান আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজের পক্ষ হতে দায় মুক্ত করে দিতে পারেন। তবে এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি এরূপ করেন তবে তিনি যার নিকট দায়ী ছিলেন আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ তুমি একে মাফ করে দাও তার পরিবর্তে আমি তোমার গোনাহ্ মাফ করে দিচ্ছি। একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে যে এ ব্যাপারে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে পুরোপুরি তবে আল্লাহর বিধানকে ফাঁকি দিয়ে নয়।

পরকালে আল্লাহ্ মাফ করবেন এই নিয়তে যারা পরের হক নষ্ট করবেন তারা খুবই ভুল করবেন। নিজেকে নিজেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন।

মনে রাখতে হবে সেখানে সব কিছুই মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে এবং যিনি মনের খবর রাখেন তিনি অবস্থা মুতাবেক বিবেচনা করবেন। কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁকিবাজি থাকলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যাবে এমন কোন ওয়াদা আল্লাহর নেই। ওয়ামা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (স), তাঁর বংশধর, সাহাবীগণ ও সকল মুসলমানের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের প্রণীত আমাদের প্রকাশিত দারসে কুরআন সিরিজ

১।	সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা	২০.০০
২।	আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য	১০.০০
৩।	দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা	২০.০০
৪।	প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী	১৫.০০
৫।	কুরবানীর শিক্ষা	১০.০০
৬।	ঈমানের দাবী ও মু'মিনের পরিচয়	৪০.০০
৭।	কেসাস অসিয়াত ও রোযা	১২.০০
৮।	অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা	১৫.০০
৯।	ইসলামী দণ্ডবিধি	১২.০০
১০।	মি'রাজের তাৎপর্য	২০.০০
১১।	পর্দার গুরুত্ব	২০.০০
১২।	বান্দার হক (হুকুকুল 'ইবাদ)	২০.০০
১৩।	ইসলামী জীবন দর্শন	২০.০০
১৪।	মহাশূন্যে সবই ঘুরছে	২৫.০০
১৫।	নাজাতের সঠিক পথ	২০.০০
১৬।	ইসলামে রাজদণ্ড	১২.০০
১৭।	যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব	৬০.০০
১৮।	রাসূলুল্লাহর বিদায়ী ভাষণ	২০.০০
১৯।	সূরা ইখলাসের হাকীকত	১৫.০০

সিরিজ বহির্ভূত বই–

০	সওয়াল জওয়াব ৪ খণ্ড একত্রে (বোর্ড বাঁধাই)	৯০.০০
০	কালেমার হাকীকত	৩৫.০০
০	বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান	৪০.০০
০	কবরের সওয়াল জওয়াব	১৫.০০
০	অমুসলিমদের প্রতি– মহাসত্যের ডাক	২০.০০
০	স্মারক পত্র	৬.০০
০	বাংলাদেশে দ্বীন ইসলাম মুকীম না মুসাফির?	৬.০০

অন্যান্য লেখকের বই–

০	তা'লিমুস সালাত– ইবনে ইসহাক	৭০.০০
০	বনী ইসরাইলের ইতিহাস– এম, এ, হাই হাক্কানী	৬০.০০
০	মহিলাদের তা'লীমুল মাসায়েল – মাওঃ হামিদা পারভীন	৪০.০০
০	কুরআনের ইন্টারভিউ– মোঃ রফিক চৌধুরী (দিল্লী)	৫০.০০
০	মৃত্যু– আলী হাসান আলী আঃ হামিদ	২০.০০
০	ইসলাম জীবনের আলো– খন্দকার মোঃ ইউসূফ	৭০.০০
০	হায়াতুল মু'মিনীন– মাওঃ আবু তাহের মোঃ শফিউদ্দীন	১২০.০০

www.pathagar.com

দারসে কুরআন সিরিজ তাঁদের জন্য ঃ

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- যারা বড় বড় গ্রন্থ্ পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন।
- যারা আরবী ভাষা জানেন না অথচ কুরআন বুঝতে চান।
- যারা তাফসীর মাহফিলে শরীক হবার সুযোগ পান না।
- যারা খতীব মুবাল্লিগ-যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে অর্থ।
- সহজবোধ্য ভাষায় অকল্পণীয় যুক্তি।
- নামমাত্র মূল্যে অধিক পরিবেশন।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার করা।
- লক্ষ কোটি শার্দুলদের আর একবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

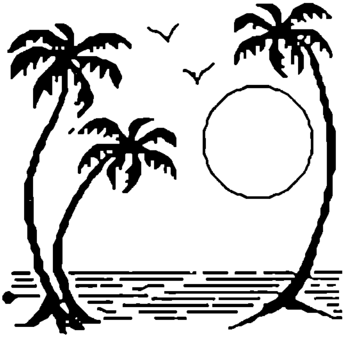

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫